www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধায় অমর ২১

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৮ ফাল্গুন – ১৪ ফাল্গুন, ১৪২১ ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি – ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.18, 21 February - 27 February, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বাংলাদেশ সীমান্তে

আর্থিক অনটনের সুযোগে জঙ্গিদের ফাঁদে গ্রামবাংলার যুবকরা

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা যে সমস্ত গ্রামগুলিতে আর্থিক অনটন আছে সেখানে জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ফাঁদ পাতছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ইসলামধর্মাবলম্বী যুবক–যুবতীদের আর্থিক টাকার টোপ দিয়ে মগজধোলাই করা হচ্ছে। তাদেরকে ভারত বিরোধী মনোভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাদের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে যে সারা বিশ্বে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তা হবে শহিদের মৃত্যু। ধর্ম শিক্ষার নামে কখনো বাংলাদেশ কখনো মধ্যপ্রাচ্য, আর কখনো পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে। জেহাদি মনোভাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধ জামাতপন্থী নেতারা সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে পড়েছে অনেক আগেই। বিশেষ করে হিলি,বসিরহাট, স্বরূপনগর, লালগোলা, ভগবানগোলা, বেলডাঙা, করিমপুর সহ আরো কয়েকটি জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে জামাতপন্থীরা। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি জঙ্গিদের আগে উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গকে স্লিপার সেল বানানো। কিন্তু মৌলবাদী জেহাদিদের এখন টার্গেট পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গি তৈরির কারখানা হিসাবে গড়ে তোলা। সব মিলিয়ে কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এখন হরকত উল জেহাদি ইসলামি (হুজি), জামাত–উল–মুজাহিদিন (জুম) হিজবুল–মুজাহিদিন আর লস্কর–ই–তইবার সেফ করিডর।

এ প্রসঙ্গে গোয়েন্দাদের রিপোর্ট বলছে, ২০০৬ এবং ২০০৭ এ উত্তরপ্রদেশের বেনারস, লখনউসহ বিভিন্ন শহরে সিরিয়াল বিস্ফোরণের পরে লখনউ থেকে গ্রেপ্তার হয় মহম্মদ জালালউদ্দিন ওরফে বাবুভাই নামে এক হুজি জঙ্গি। পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত বাবুভাইয়ের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরে। তাকে জেরা করে উত্তরপ্রদেশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স জেনেছিল বাংলাদেশের জেহাদি জঙ্গি নেট ওয়ার্ক থেকে সংগৃহীত বিস্ফোরক বিশেষ করে আর ডি এক্স চোরাপথে সীমান্ত পার করিয়ে সে পৌঁছে দিয়েছে মুম্বই দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, একদিন জেহাদি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অসংখ্য স্লিপার সেল এবং মডিউল হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ এখন গোটা দেশের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

উৎসব শেষ, মাটি পড়ে রইল সেই তিমিরেই

ওঁকার মিত্র

মাটি নিয়ে আমাদের আবেগ চিরন্তন। ভূমি পুজো আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। তবে এসবই স্থানীয় লোকাচার হিসাবেই পরিচিত। বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই মাটিকেই আর দশটা বিষয়ের মতো উৎসবের বৃহৎ আঙিনায় এনে আলোকিত করলেন। মাটি তাঁর রাজনৈতিক স্লোগানের অঙ্গ হলেও তিনি সম্ভবত মাটির প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা বাড়াতে চেয়েছেন। মাটির সঙ্গে যাদের সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক সেই কৃষককুলের জন্য আয়োজন করেছিলেন 'কৃষিকথা'–র। মাটি নিয়ে সচেতনতা এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলেই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আয়োজনে ত্রুটি না রেখে নানা জল্পনা সত্ত্বেও জনসমাগমে উৎসব শেষ হয়েছে। তবে এই উৎসবে মাটি নিয়ে সচেতনতা কতটা বাড়ল তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেল। বিশেষ করে যে বিষয়টি সব চেয়ে জরুরি সেই মাটি পরীক্ষা উপেক্ষিতই রয়ে গেল উৎসবে। মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি কথাও কৃষকদের বোঝাতে পারল না চাষ–বাসে মাটি পরীক্ষা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উৎসবের আয়োজনে এত পয়সা খরচ করেও কৃষকদের মধ্যে মাটি পরীক্ষার উৎসাহই যোগানো গেল না। ফলে বাংলার মাটি ও মাটি পরীক্ষাগারগুলি রয়ে গেল সেই তিমিরেই। অথচ মাটি পরীক্ষা রাজ্যের কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে কি খোদ কৃষি দফতরের কর্তা ব্যক্তিদেরই মাটি পরীক্ষা নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই। কৃষি ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, অন্য রাজ্য যেখানে মাটি পরীক্ষায় ক্রমশ এগিয়ে চলেছে সেখানে এ রাজ্যের কৃষি দফতর খবরই রাখে না রাজ্যের মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির কি অবস্থা। জেলা, মহকুমা তথা ব্লকের কৃষির আধিকারিকদের মাটি পরীক্ষা নিয়ে কোন উৎসাহই নেই। নিজেরা এ বিষয়ে এতটাই উদাসীন যে কৃষকদের সচেতনতা তাদের কাছে অলীক কল্পনা। বহু ব্লকের কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গিয়েছে মাটি পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তাদের নেই। অথচ কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাটি পরীক্ষা রাজ্যের কৃষি উৎপাদনকে এক লাফে অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। শুধু তাই নয় মাটির উর্বরাশক্তি অক্ষুন্ন রাখতে মাটি পরীক্ষার কোন বিকল্প নেই। এমনকি মাটি পরীক্ষা কৃষকদের অযথা ব্যয় থেকে রক্ষা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে চাষের আগে মাটি পরীক্ষা না করালে প্রাচীন ধ্যান ধারণা নিয়ে চাষিরা অপ্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে, যে মাটিতে যে ফসল হবার নয় তা ফলাতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়। অন্যদিকে অযথা অত্যাচারের ফলে মাটি অচিরেই তার উর্বরাশক্তি হারায়।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে চলছে মাটি উৎসব। অথচ মাটি পরীক্ষাগারে উপেক্ষিত খোদ মাটিই। –ফাইল চিত্র

এমন সব তথ্য কি কৃষি দফতরের অজানা? কৃষি আধিকারিকরা জানিয়েছেন মোটেই নয়। জানা আছে বলেই বহু পয়সা খরচ করে সরকার মাটি পরীক্ষাগার স্থাপন করে। নিজেদের পরিকাঠামো না থাকলে বেসরকারি সামাজিক সংস্থাকে দিয়ে তা করানো হয়। কিন্তু সেখানেই শেষ। তারপর সেগুলি কেমনভাবে চলছে, সেখানে আদৌ কৃষকরা মাটি আনছেন কিনা তা খোঁজ রাখতে বয়েই গেছে আধিকারিকদের। এমনকি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মাটি নিয়ে যাওয়ার জন্য সামান্য উৎসাহটুকুও যোগান না এইসব আধিকারিকরা। ফলে সরকারি সাহায্যে স্থাপিত পরীক্ষাগারগুলি ধুঁকছে। কর্মরত কর্মীরা কাজ হারাচ্ছেন, কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন, মাটির দফা রফা হচ্ছে। এমনকি সরকারের নিজস্ব পরীক্ষাগারের অবস্থাও করুণ। সেখানেও মাটির জন্য হা পিত্যেশ। সরকারি মাইনে করা কর্মী আছে বলে ঝাঁপটা শুধু বন্ধ হচ্ছে না।

এই মাটি সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন সর্বাগ্রে মাটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। তাঁদের যুক্তি কিছু বছর আগেও মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করাই চল ছিল। আজ ডাক্তাররা শারীরিক পরীক্ষা ছাড়া চিকিৎসা করেন না। কোনও চিকিৎসার আগে ন্যূনতম শারীরীক পরীক্ষা প্রায় অপরিহার্য হয়ে গেছে। মাটি পরীক্ষাকেও এইভাবে বাধ্যতামূলক করা দরকার। ভর্তুকির বীজ থেকে সার, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। যারা এর বাইরে থেকে যাবেন কৃষি দফতরের নিরন্তর প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। যদি সত্যিই এই সহজ কাজটা করা যায় তবে বাংলাতে কৃষি বিপ্লব ঘটবেই। তাঁদের কথায় মাটি উৎসবে এই পরিস্থিতির বদল হবে না। ঘুম ভেঙে মাঠে নামতে হবে কৃষি আধিকারিকদের।

কড়া নাড়ছে পুরভোট। দীর্ঘদিনের অস্থায়ী হকাররা পুরসভার বদান্যতায় পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নিল বজবজের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোডের ধারে। এদের দেওয়া হবে লাইসেন্সও। *ছবি: অরুণ লোধ*

অভিনয়ের টোপ দিয়ে ছাত্রী পাচার

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার : বছর চোদ্দর উমাশ্রী দাস স্বপ্ন দেখত একদিন সিরিয়ালে অভিনয় করবে। তার অভিনয় দেখে মোহিত হয়ে উঠবে গোটা বাংলা। সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জের দক্ষিণ শিবগঞ্জের বাসিন্দা উমাশ্রী তাই পাশের বাড়ির পিসতুতো দিদি গোধূলি পড়ুয়ার কাছে ছুটে যেত বার বার। কারণ বছর সতেরোর গোধূলি কলকাতায় থেকে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল। গ্রামে প্রচার ছিল গোধূলি সিরিয়ালে অভিনয়ও করেছে। তার বাড়িতে কলকাতা থেকে অভিনয় জগতের বেশ কিছু ছেলে–মেয়ের আনাগোণা ছিল। প্রায় গ্রামে ও পাশের বকখালিতে হত নানান শ্যুটিং। সেইসব অভিনেত্রীরাও উমাশ্রীর রূপের প্রশংসা করতেন। তাঁরাই উমাশ্রীর মাকে বলতেন, মেয়ের তো দেখতে শুনে বেশ ভাল। ও সিরিয়াল করলে ভাল নাম ডাক হবে। নিজের রূপের প্রশংসা শুনে ও সব কিছু দেখার পর দিদি গোধূলির ওপর বিশ্বাসটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল উমাশ্রীর। এরপর গত বছরের নভেম্বরের ২৪ তারিখে স্থানীয় নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষা সদনের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী টিউশনি পড়ার জন্য বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি । তিন মাস কেটেছে। আজও কোন খোঁজ নেই উমাশ্রীর। পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ হওয়ার দুদিন পর ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরিবারের অভিযোগ, গোধুলির যোগসাজশে উমাশ্রীকে সিরিয়ালের টোপ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ভিন রাজ্যের পাচারকারীদের হাতে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিন মাস কাটার পরও স্থানীয় পুলিশ তদন্তটুকু শুরু করতে পারেনি। পর্যটনকেন্দ্র বকখালি থেকে আট কিমি দূরত্বে দক্ষিণ শিবগঞ্জ গ্রাম। অভাবী দাস পরিবারের প্রধান অশোক দাস। দিনমজুরির পাশাপাশি গ্রামে কীর্তন গেয়ে সংসার চালান তিনি। অশোকের স্ত্রী অতসী পরিচারিকার কাজ করেন। তাঁদের এক মাত্র মেয়ে উমাশ্রী। গরিব ঘরের উমাশ্রীর রূপটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। অশোক বলেন, গোধূলি আমাদের আত্মীয়। ওকে দেখেই মেয়েটার মাথাটা বিগড়ে গেল। একদিন টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। আমাদের বিশ্বাস মেয়েকে সিরিয়ালের টোপ দিয়ে

নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। গোধূলি সব জানে। অতসী জানালেন, আমরা গরিব। মেয়েটা রূপ নিয়ে জন্মেছিল। নিখোঁজ হওয়ার পর একবার ফোন এসেছিল। দু–এক কথা বলতে না বলতে কেটে যায়। তারপর অনেকবার ওই নম্বরে ফোন করেছি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। মেয়েটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। তবে গোধূলি তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলে, আমি এ সব কিছুই জানি না। আমাকে জোর করে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে উমাশ্রীর বাড়ির লোকেরা। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পাচারকারীরা সক্রিয়। কাজের লোভ, বিয়ের টোপ দিয়ে পাচার চলছিল। কিন্তু সিরিয়ালে অভিনয়ের টোপ নতুন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সৌমেন দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এই এলাকায় পাচারকারীরা সক্রিয়। উমাশ্রীর খোঁজ মিলছে না। আমরা আতঙ্কিত। পুলিশকে বলেও কোন লাভ হচ্ছে না। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন পরিবার। তদন্ত চলছে।

বুধবার রাতে উমাশ্রী বাড়ি ফিরে আসে। পরিবার সূত্রে জানা যায় ওকে মুম্বইয়ের একটি হোটেলে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ওকে অশ্লীল কাজ করতে বাধ্য করা হতো এবং না করলে গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দেওয়া হতো। এরপর উমাশ্রী মুম্বাইয়ের একটি স্টেশনে পালিয়ে আসে এবং একজন ভদ্রমহিলা ওকে উদ্ধার করে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে আসার পর ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ গোপন জবানবন্দির জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে নিয়ে আসে। উমাশ্রীর কাছে জানা যায় দীপ ও মিষ্টি তাকে পাচার করে এবং পুলিশের কাছে মুখ খুললে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। গোধূলি মিষ্টি ও দীপকে দেখিয়ে উমাশ্রীকে টোপ দিয়ে পাচার করে। গোধূলির সঙ্গে মিষ্টি ও দীপের যোগাযোগ প্রতিনিয়ত হতো এবং তারা কাকদ্বীপে প্রায়শই শ্যুটিংয়ের নামে আসত ।। ওর গোপন জবানবন্দীর ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং উমাশ্রীকে হাসুস নামে লক্ষ্মীকান্তপুরের এক হোমে পাঠানো হচ্ছে। পুলিশ পাচারচক্র ধরতে সক্রিয় হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে মৃত কাকদ্বীপের শ্রমিক, বিচারের আশায় কাঁদছেন দুই মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ভিন রাজ্যে কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে খুনের অভিযোগে উত্তাল হল কাকদ্বীপ। মৃত যুবক মৃত্যুঞ্জয় সর্দার (২৭) কাকদ্বীপের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা। এক সঙ্গে কাজে গিয়ে নিখোঁজ কুলপি জুমড়ি গ্রামের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয়ের মাসতুতো ভাই বাপন হালদার (২০)। ঘটনায় অভিযুক্ত আসরাফি মোল্লা ও জিয়ারুল মোল্লা কুলপির কুসুমপুরের বাসিন্দা। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার কাকদ্বীপ ও বাপনের পরিবার কুলপি থানায় আসরাফি ও জিয়ারুলের নামে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। এমনকি গত পনেরো দিন ধরে অভিযুক্তদের ভয়ে দুই পরিবারের সদস্যরা কার্যত গৃহবন্দি হয়ে আছে বলে দাবি শোকস্তব্ধ পরিবারের। গত ২০ জানুয়ারি দুই ভাই মৃত্যুঞ্জয় ও বাপন গুজরাতে পাথর খাদানের কাজে যাওয়ার জন্য বের হন। তাঁদের নিয়ে যান স্থানীয় যুবক আসরাফি। কিন্তু গত ২৬ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের চেঙ্গুর স্টেশন থেকে একটি ফোন আসে মৃত্যুঞ্জয়ের মাসির কাছে। সেই ফোনে জানানো হয় বানজারা ও চেঙ্গুর স্টেশনের মাঝে লাইনের পাশে একটি ড্রেনের মধ্যে পড়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ। ফোন পেয়ে ২৮ জানুয়ারি রওনা হন মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের চার সদস্য। ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর রেল পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। এমনকি দেহ এ রাজ্যে আনতে চাইলেও রাজি হয়নি স্থানীয় রেল পুলিশ। বাধ্য হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ চেঙ্গুরে দাহ করে ফিরে আসেন পরিবারের সদস্যরা। ওই দিন থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাই বাপনের কোন খোঁজ নেই। তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ। মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে থাকা নগদ ৮ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোনের কোনও খোঁজ মেলেনি। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে আসরাফির সঙ্গে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আসরাফি কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বলে অভিযোগ। এরপর মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার কাকদ্বীপ থানার আসরাফি ও তাঁর ভাগ্নে জিয়ারুল মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যায়। কিন্তু পুলিশ কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বারে বারে ফিরিয়ে দেয় তাঁদের। একই ঘটনা ঘটে বাপনের পরিবারের সঙ্গে। কুলপি থানাও কোন অভিযোগ নিতে চায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই সময় শাসক তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতা দুই পক্ষকে নিয়ে সালিশির মাধ্যমে মিটমাটের জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু সালিশি ভেস্তে যায়। অভিযোগ, এরপর আসরাফি ও জিয়ারুল দুই পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিতে থাকে। থানায় অভিযোগ জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে কার্যত গৃহবন্দি মৃত্যুঞ্জয় ও বাপনের পরিবার। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই বলতে রাজি হননি আসরাফি। মৃত্যুঞ্জয়ের মা পঞ্চমী সর্দার বলেন, আমরা খুব গরিব। ছেলে প্রায়ই খাদানের কাজে যেত। এবার যাওয়ার কিছুদিন পর ছেলের মৃত্যু সংবাদ আসে। আমাদের বিশ্বাস আসরাফি ও জিয়ারুল মিলে ওকে খুন করেছে। নিখোঁজ বাপনের মা অনিতা হালদার বলেন, আমার বোনপোর দেহ পাওয়া গিয়েছে। আমার ছেলে বাপনের কোন খোঁজ নেই। ওরা এক সঙ্গে কাজে যাচ্ছিল। কোথায় গেল ছেলে? প্রশাসন একটু নড়ে বসুক। পুলিশের অভিযোগ না নেওয়ার প্রসঙ্গে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ণব বিশ্বাস বলেন, তদন্তের স্বার্থে মহারাষ্ট্রে এই মামলা রুজু করতে হবে।

শোকার্ত মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার। ইনসেটে নিখোঁজ বাপন। – নিজস্ব চিত্র

সংস্কার না জনমুখী বাজেট? ধন্দে ভারতীয় অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

সামনে পেশ হতে চলেছে ইউনিয়ন বাজেট। তার দুদিন আগে রয়েছে রেল বাজেটও। গত সপ্তাহের অর্থনীতির পাতায় আলোচনা করেছিলাম যে এবার ভারতীয় শেয়ার বাজারের গন্তব্য ঠিক করে দেবে এই বাজেটের রূপরেখা। যদি অর্থনীতির মূল দিক মেনে সংস্কারমুখী বাজেট হয় তাহলে নিফটি বা সেনসেক্স ছাপিয়ে যেতে পারে অনেক মাইলস্টোন। সেক্ষেত্রে নিফটি চলে যেতে পারে ৯২০০–র ওপরে।

এমনকি নিফটি ছুঁয়ে ফেলতে পারে ১০ হাজারের ঘর। অবশ্য তার জন্য সংস্কারের গতিপথ হতে হবে রকেটের মতো। আবার এর অন্যদিকও আছে। তা হল, বাজেট যদি জনমুখী বা সস্তা ভোট কুড়ানোর মতো হয় তা হলে নিফটি আট হাজারের ঘর ভেঙে দিতেও কালবিলম্ব করবে না। অতি সাম্প্রতিক সময় নিফটি যখনই কারেকশন করেছে বা পড়েছে তখন আট হাজার ভাঙলেও ৭৮০০–র ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষাকবচের মতো। বাজেট যদি রাজনীতির জটিল আবর্তে ঘুরপাক খায় তবে সাত হাজার বা নিদেনপক্ষে সাড়ে সাত হাজারের ঘরে চলে আসতে পারে ভারতীয় নিফটি। সেনসেক্সও ২০ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসতে পারে। এসব কিছুই অবশ্য অনুমানসাপেক্ষ। অন্তত বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে এইসব অভিমত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

তাই এ কটা দিন শেয়ার বাজারের গতিপথের দিকে নজর থাকবে সকল লগ্নিকারীর। বিশেষ করে যারা নিয়মিত ট্রেডিং করেন তাদের তো এখন আলোকপাত করতেই হবে বাজারের প্রতি পদক্ষেপের দিকে। এমনিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে যে সপ্তাহটা চলছে তাতে তিনটি মাত্র ট্রেডিং সেশন

রয়েছে। ১৭ তারিখ মহাশিবরাত্রি এবং ১৯ তারিখ ছত্রপতি শিবাজির জন্মদিনে বন্ধ থাকবে ভারতীয় বাজার। তার পরের সপ্তাহে থাকছে আর পাঁচটি সেশন।

অর্থাৎ অর্থ বাজেট পেশের আগে মাত্র ৬–৭ দিন আছে হাতে। এর মধ্যে বাজারের একটা দিশা ঠিক বোঝা যাবে। তবে এই সময়টা অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় ভোলাটিলিটি বা অস্থিরতা বাড়বে। কারণ বাজার দেখে বা বুঝে নিতে চাইবে বাজেটের ঝুলিতে কী আছে। মানে তার জন্য বা বাজারের হিতার্থে তা কতটা কাজে আসবে সেদিকেও জোর লক্ষ্য থাকবে।

আসলে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদি–অরুণ জেটলি জুটি চেয়েছিলেন সংস্কারের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের বাধা দেওয়ার মতো শক্তি বিরোধীদের কাছে লোকসভাতে না থাকলেও রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু বিজেপি–কে কোণঠাসা করতে সব বিরোধীরাই অগ্রসর হয়েছে। এদের মধ্যে আবার বামপন্থী এবং তৃণমূলের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে। রাজ্যে এদের মধ্যে বিস্তর ঠোকাঠুকি থাকলেও অর্থনীতির ব্যাপারে সাবেকি রক্ষণশীলতা এই দুই দলের কাছেই সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের উলটো পথে হেঁটে সেই পুরনো ভর্তুকির পক্ষে সওয়াল করছেন এরা। ফলে রাজ্যসভায় বিল পাশ করাতে না পেরে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে অর্ডিন্যান্সের। যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে আদৌ মানানসই নয়।

সবথেকে অবাক করছে কংগ্রেসের ভূমিকা। দীর্ঘ ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে ইউপিএ–র আমলে মনমোহন সিং, চিদম্বরম এবং যোজনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারপার্সন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ারা মিলে সংস্কারের এক ত্রিভূজ গড়ে তুলেছিলেন। সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বিশেষ পাত্তা না দিয়েই সেসময় কংগ্রেস সংস্কারের রথ ছোটাতে চেয়েছিল। অথচ যখন বিজেপি কার্যত সেই একই পথে এগোতে চাইছে তখন কংগ্রেসের নীরবতা বা ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধীদের সঙ্গে মিলে থাকা রাজনীতির পঙ্কিল আবহকেই তুলে ধরছে। কংগ্রেস কী ভুলে গিয়েছে যে এদেশে সংস্কারের সূচনা প্রধানমন্ত্রী হয়েই লাগু করেন মনমোহন সিং। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন মরক্কোয় জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড বা গ্যাট চুক্তিতে সই করতে। সেই কংগ্রেসের ভোলবদল নিঃসন্দেহে বিস্ময় বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না।

অর্থনীতির আলোচনা ছেড়ে রাজনীতির কক্ষপথে বিচরণ করা আদৌ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এবারের বাজেট প্রস্তাব ঘোষণার আগে এই অধ্যায়টা তুলে না ধরলে ঠিক প্রাসঙ্গিক হত না। শেয়ার বাজারের সঠিক আচরণ বোঝা যাবে আগামী ৩০ ফেব্রুয়ারি বা সোমবার বাজার খোলার অব্যাবহিত পর থেকেই। ইউনিয়ন বাজেট যদি বাজারের পছন্দ না হয় তাহলে বিদেশের বাজার হাজারো ভালো থাকলেও বেশ গ্যাপ ডাউন বা নিচে খুলবে বাজার। এবং সারাদিন ধরে তা তলিয়ে যেতে থাকবে বিক্রির চাপে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিনতে চাইলেও বিদেশিদের বেচার প্রাবল্যে নিফটি বা সেনসেক্স নিম্নমুখী থাকবে। এমতাবস্থায় সবসময় উচিত অপেক্ষা করা বাজারের চূড়ান্ত পতনের জন্য। বাজারের পতন আসতে আসতে থিতিয়ে এলে তার পর কেনায় নজর দেওয়া উচিত।

এতো গেল বাজার যদি বাজেটকে নেতিবাচক হিসেবে নেয় তার পর কি করা উচিত সেই

অর্থনীতি

সংক্রান্ত আলোচনা। পাশাপাশি এও দেখা দরকার বাজেট যদি সত্যিই বাজারমুখী বা সংস্কারের কথা মাথায় রেখে হয় তাহলে কিন্তু বিরাট গ্যাপ আপ করতে পারে সূচক। সেক্ষেত্রে নিফটি প্রায় শতাধিক পয়েন্ট বেড়ে স্বাগত জানাতে পারে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজারকে। হাতে যেসব শেয়ার রয়েছে তার মধ্যে দেখা যাবে যেসব সেক্টরের দিকে এই বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে তার দাম হু হু করে বাড়ছে। ফলে আপনি সহজেই হয়ে যেতে পারেন লাভবান। তবে এই শেয়ারের কলমে একটা কথা স্পষ্ট জানাই যদি বাজেট পেশের আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার (বাজেট যেদিন পেশ হচ্ছে সেদিন শনিবার, বাজার বন্ধ) হাতে ধরা শেয়ার যদি ভালো লাভজনক অবস্থায় থাকে তবে একবার তা বেচে রাখা যায়। তবে এসবই করতে হবে বাজেটের আগের দিন বাজার ইতিবাচক না নেতিবাচক অবস্থান নিচ্ছে তা দেখে। হতে পারে সারাদিন হয়তো বাজার প্রচন্ড অস্থির থাকলো। একবার ৫০ পয়েন্ট বাড়ছে তো পরক্ষণেই ৫০ পয়েন্ট নিচে আসতে থাকছে বারংবার। দিনের একেবারে শেষ লগ্নে গিয়ে বাজার ওপর বা নিচ যেদিকে মোড় নেবে সেইমতো অবস্থান নেওয়াটাই শ্রেয়। তাহলে হয়তো নিজেদের পুঁজি অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবে। নচেৎ অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

লেখার শেষ পর্বে একটা কথা অবশ্য বিশেষ করে তুলে ধরা প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত মোদি–জেটলি জুটি যেভাবে আর্থিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা শেয়ার বাজারের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। সেই আস্থা বজায় রাখতে হলে সংস্কারই শেষ কথা, এই আপ্তবাক্য সরকার নিশ্চয়ই জানে। আম–আদমি–পার্টির কাছে দিল্লিতে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পর যদি উলটো পথে হেঁটে জনমোহিনী রাস্তা ধরে এনডিএ তাহলে কিন্তু একূল ওকূল দুই যাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ ফেব্রুয়ারি – ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মেষ : নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ : বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সুফল পাবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক।

মিথুন : যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন–দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

কর্কট : সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি–জমা ও ভূ–সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

ধনু : অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। লেখাপড়ায় ফল ভালহবে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যায়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। সঞ্চিত অর্থের উপর হাত পড়তে পারে।

মীন : নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবেকরতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্যে ৮৫ হাজার শিক্ষক–শিক্ষিকা

দরখাস্ত নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি এ মাসেই বেরোতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারি জানান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এ মাসের শেষের দিকে বের করার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রশিক্ষণহীন ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের পরীক্ষায় বসতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে দিন দশেকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এরপর তৃণমূল ভবনে এসে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ওইদিনই জানান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা পদে, প্রায় ৪০,০০০ শূন্যপদ পড়ে রয়েছে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা পদে শূন্যপদ পড়ে রয়েছে প্রায় ৪৫,০০০। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কোর্স বা ডি এলএড কোর্স পাশ বেকার ছেলেমেয়ে পড়ে আছে ১৬,০০০ জন। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের কাছে এই তথ্য বহু আগেই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ হেন পরিস্থিতিতে কী করণীয়, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের কাছ থেকে আজও কোনও উত্তর আসেনি।

শুধু তাই–ই নয়, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠিও ছাড়ের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার উত্তরও এখনো আসেনি। ওই পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি রাজ্য সরকার দিতে পারে কিনা। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের কাছ থেকে এবার সোজাসাপ্টা জবাব পাওয়ার জন্য রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রক উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা এবার নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসে এই দীর্ঘকালের সমস্যার সুরাহা বের করতে চলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি দাবি করছেন, জুনিয়র বেসিক, ডিএলএড, ব্রিজ কোর্স ও স্পেশাল কোর্স পাশ ছেলেমেয়ে পশ্চিমবঙ্গে আছেন ৪০,০০০ জন। কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক–শিক্ষিকা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের কোনও আকাল হওয়ার কথা নেই। কিন্তু 'TET'এর মাধ্যমে নিয়োগ হলে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অন্তত ৩০% যে সফল হতে পারবেন না, তা গতবারের ফল থেকেই বোঝা গেছে। তাহলে বিকল্প পথ হিসাবে পড়ে থাকে একমাত্র 'TET' না দিয়ে সরাসরি নিয়োগ। সে বিষয়েও তো তাঁর মন্ত্রকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এ বিষয়েও নির্বিকার।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগ হয় ৩টি পর্যায়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে। এজন্য 'TET' দিয়ে সফল হতে হয়। প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এখনো কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রককে জানিয়েছেন, না রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে চিঠি মারফৎ জানিয়েছেন। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের সাংসদ মহম্মদ বদরুদ্দজ্জামান দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তাঁকে লেখা ২৫ জানুয়ারির এক চিঠিতে জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগের ক্ষেত্রেই ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে ছাড় ছিল তা আর বাড়ানো হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী যেখানে

কাজের খবর

ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাংসদকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন, সেখানে তাঁর মন্ত্রক কেন আজও এ ব্যাপারে রাজ্যের শিক্ষকমন্ত্রককে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে ইতস্তত করছেন। এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করছে বলে অনেকের অভিমত।

কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এখন প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের ছাড় না দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে প্রশিক্ষিত (ট্রেন্ড) প্রার্থীরাই একমাত্র এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কয়েক লাখ প্রশিক্ষণহীন প্রার্থী পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে না। প্রাথমিক স্তরে শূন্যপদ এখন পড়ে আছে প্রায় ৪০ হাজার।

রাজ্যের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর জন্য শিক্ষক–শিক্ষিকা নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম হল, সকলকেই 'TET' দিয়ে সফল হতে হবে। প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের এই 'TET' দেওয়ার শেষ সুযোগ ছিল ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু রাজ্যের লোকসভা নির্বাচন হওয়ার জন্য আর আদালতের রায়ের জন্য ওই সময়ের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন 'TET' নিতে পারেনি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের ছাড় না দিলে একমাত্র প্রশিক্ষিত (ট্রেন্ড) প্রার্থীরাই এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় দিতে পারে এই ভেবে রাজ্য সরকার প্রস্তুতি নিতে চলেছে।

শিক্ষা দফতরের সূত্রে জানা গেছে, তবে শিক্ষক–শিক্ষিকা পদে শূন্যপদের তুলনায় ট্রেন্ড প্রার্থী আকালের সমস্যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নেই। উত্তরাখন্ড ও ওড়িশার মতো অন্যান্য অনেক রাজ্যেও রয়েছে। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের রাস্তা বাতলানোর যাবতীয় দায়দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের। তাঁদেরই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই উত্তরাখন্ড ও ওড়িশার ক্ষেত্রে যেমন বাধ্য হয়ে ছাড়ের তারিখ আরো বাড়ানো হয়েছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এছাড়া বিকল্প কোনও পথই খোলা নেই। আর সেক্ষেত্রে এই ছাড় থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাদ যাবে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর জন্য শিক্ষক–শিক্ষিকা নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের 'RLST' র জন্য স্কুল শিক্ষা দফতর নতুন নিয়মনীতি তৈরি করছে। এখনো পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যাচ্ছে, RLST'র জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরাই আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বি এড যোগ্যতা আবশ্যিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে বি এড যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষায় এবার অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে 'RLST'র পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মকানুন নিয়ে এখানো কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ওপরে দেওয়া তথ্যগুলি আলোচনার পর্যায়ে আছে। পরীক্ষা পদ্ধতির চূড়ান্ত নিয়মকানুন তৈরি হলে যথাসময়ে জানানো হবে। মাধ্যমিক স্তরে শূন্যপদ আছে প্রায় ৪৫ হাজারের কাছাকাছি। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানো গেছে, এ মাসের শেষের দিকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরখাস্ত নেওয়া হবে। তবে কবে পরীক্ষা হবে তা এখনো ঠিক হয়নি। আগে যাঁরা দরখাস্ত করেছেন, তাঁদের আবার নতুন করে ফর্ম পূরণ করতে হবে কিনা সে বিষয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিগগিরিই জানানো হবে।

২০৫ গ্রুপ 'ডি' ও শিক্ষক

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই থেকে পাশ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন উত্তরপ্রদেশের সাহজাহানপুর অর্ডিন্যান্স ক্লোদিং ফ্যাক্টরি 'দরোয়ান', 'স্টোরকীপার', 'কুক ক্যান্টিন', 'ফিটার', 'টেলর', 'মিলরাইট', 'ইলেক্ট্রিশিয়ান', 'এক্সামিনার' ও 'টিচার (প্রাইমারি)' পদে ৪১ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের যোগ্য :

দারোয়ান : মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। শরীরের মাপজোফ হতে হবে জুতো ছাড়া লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি ও ফুলিয়ে ৮২ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৫ কেজি। সংশ্লিষ্ট পদে কাজ করার মতো শারীরিক দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,০০০ টাকা ও গ্রেগ পে, ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৮টি (জেনা: ১১, ওবিসি ৩, তঃজাঃ৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকাঃ ১। কুক ক্যান্টিন : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ ২, ওবিসি ২, তঃজাঃ১)।

স্টোরকীপার : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকলে আর ডোয়েক থেকে 'ও' লেভেল কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৫,২০০–২০,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনা: ২, তঃজাঃ ২)।

টিচার প্রাইমারি : মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা এলিমেন্টারি এডুকেশনের ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা এলিমেন্টারি এডুকেশনের ৪ বছরের ডিগ্রি (বিএলএড) কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটা এলিমেন্টারি এডুকেশনের ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রে তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীরা ৫% নম্বর ছাড় পাবেন। এছাড়াও টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (TET) পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। শূন্যপদ–৯টি (জেনাঃ ৪, ওবিসি ২, তঃজাঃ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ১।

ফিটার (অটো ইলেক্ট্রনিক)/এস এস : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এনএসি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি), কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)।

টেলর/এসএস : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এনএসি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ১২৮টি (জেনাঃ ৬৬, ওবিসি ৩৫, তঃ জাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১) এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১৪, প্রতিবন্ধী ৪।

মিলরাইট/এস এস মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্সিস সার্টিফিকেট (এন এ সি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ১, তঃজাঃ ১)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান/এস. এস : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এন.এ.সি)/ন্যাশনাশ ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ২, ওবিসি ১, তঃজা১)।

এক্সামিনার/এস এস : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এনএসি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ৯টি (জেনা:৬, ওবিসি ২, তা জাঃ১)।

ফিটার ইলেক্ট্রনিক/এস এস : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এন.এ.সি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এন.টি.সি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ৩, ও বিসি ১)।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৫–৩–২০১৫'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর ওবিসি'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা হবে। তারপর হবে লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.octs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ২ মার্চ করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরে সেরা সেরা পদে চাকরির জন্য ২০১৫ সালের ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার যে বিজ্ঞপ্তি গত সপ্তাহের 'কর্মসংস্থানে' বেরিয়েছিল, তাতে অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ, তারিখ বাড়িয়ে ২ মার্চ করা হয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে ৯ব্রাকেটে কোড নং দেওয়া হল) : উত্তর কলকাতা (কোড ০১), দক্ষিণ কলকাতা (০২), বারুইপুর (০৩), ডায়মন্ডহারবার (০৪), বারাকপুর (০৫), বারাসাত (০৬), হাওড়া (০৭), বর্ধমান (০৮), আসানসোল (০৯), মেদিনীপুর (১০), তমলুক, বাঁকুড়া, বহরমপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং। দৃষ্টিহীন প্রার্থীরা স্ক্রাইবের সহায়তা নিলে শুধুমাত্র দক্ষিণ কলকাতা (০২) কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। দরখাস্ত করবেন শুধুমাত্র অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে: www.pscwbonline.gov.in আরও বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

ইউপিএসসি–র কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসের ফল

ইউপিএসসি–র ২০১৪ সালের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস(!!) এর লিখিত পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সফলদের রোল নম্বরের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.upsc.gov.in এছাড়াও পাবেন www.karmosangsthan.com ওয়েবসাইটের Result Link এর মধ্যে ক্লিক করলে।

পিএসসি–র জুডিশিয়াল পরীক্ষার ফল

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২০১৪ সালের জুডিশিয়াল সাভিসেস–এর চূড়ান্ত ফল বেরিয়েছে। সফলদের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in এছাড়াও পাবেন www.karmosangsthan.com ওয়েবসাইটের Result Link–এর মধ্যে ক্লিক করলে।

প্রতিবাদী মহিলাকে প্রহার, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : দুই কলেজ ছাত্রী ও তার মাকে দুষ্কৃতীদের ইভটিজিংয়ের হাত থেকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হলেন এক মহিলা। দুষ্কৃতীদের বেধড়ক মারে হাত ভাঙল তাঁর। বাধা দিতে এসে জখম হন স্থানীয় দোকান মালিক ও তার ছেলে। তাদের চিৎকারে দুষ্কৃতীদের সবাই পালিয়ে গেলেও স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যায় ছোটু ওরফে রাজেশ মুখার্জী। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত মানুষের হাত থেকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে। মঙ্গলবার রাতে প্রকাশ্যে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার শহরের বাস স্ট্যান্ডে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, মারধোর

ও খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। দুই ছাত্রী ও তার মা পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের না করলেও সর্বতোভাবে আক্রান্ত মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, তখন রাত সাড়ে ন'টা। ডায়মন্ড হারবার স্টেশন বাজার থেকে কেনাকাটা সেরে ফুটপাথ দিয়ে মায়ের সাথে বাড়িতে ফিরছিলেন দুই বোন। দুজনেই স্থানীয় ফকিরচাঁদ কলেজের ফাস্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। অভিযোগ, বাস স্ট্যান্ডের কাছে আসতেই মদ্যপ ছোটু ওরফে রাজেশ সহ জনা পাঁচেক যুবক তাদেরকে ঘিরে ধরে অশ্লীল কথাবার্তা শুরু করে। পাশেই ফুটপাথের ওপর ফলের দোকান নিয়ে বসেছিলেন এক মহিলা। মদ্যপ যুবকদের কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেন বৃদ্ধা। প্রকাশ্যে ছোটু ও তার দলবলের সাথে বচসা বাঁধে দুই ছাত্রী ও তার মায়ের। বৃদ্ধাও অপরিচিত দুই ছাত্রী ও তার মায়ের পক্ষ নিয়ে যুবকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন চলে আসার আগেই তখনকার মত পালিয়ে যায় ছোটু ও তার দলবল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় 'কিছুক্ষণের মধ্যে ছোটু ও তার দলবল ফিরে এসে হঠাৎ চড়াও হয় ফল ব্যবসায়ী মহিলার ওপর। ফুটপাথের ওপর ফেলে মহিলাকে ব্যাপক মারধোর শুরু করে ছোটু ও তার দলবল।' মহিলার চিৎকার শুনে পাশের এক দোকানদার ও তার ছেলে ছুটে এলে তাদেরকেও মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। আবার ব্যাপক হই চই শুরু হলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও এবার পালানোর আগে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যায় ছোটু। উত্তেজনা ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ততক্ষণে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয়দের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। উত্তেজিত বাসিন্দাদের হাত থেকে অভিযুক্ত ছোটুকে উদ্ধার করে রাতে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, 'শাসক দলের একাংশ নেতার মদতে পাশেই ছোটুর দাদা গাব্বার বেআইনি মদের ঠেক চালাত। আর ছোটু বাইরে তার দলবল নিয়ে ফুটপাতের ওপর ঘোরাঘুরি করে ঠেকে কাস্টমার পাঠাত। আর একটু রাত বাড়লেই ছোটু ও তার দলবলের দখলে চলে যেত বাস স্ট্যান্ড এলাকা। মদ্যপ অবস্থায় দিনের পর দিন নির্দ্বিধায় চলত মহিলাদের প্রতি কটুক্তি। সবকিছু জেনেও শাসকদলের নেতাদের চাপে এতদিন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি পুলিশ।' আক্রান্ত মহিলার অভিযোগ, 'দিনের পর দিন মহিলাদের প্রতি ওদের কটুক্তি বাড়ছিল। আমি ওদের মদের ঠেকের কাছে ফুটপাথে ফল নিয়ে ব্যবসা করতাম। ছোটু ও তার দলবলের কার্যকলাপ শুনতাম ও চোখে দেখতাম। এর আগে একবার প্রতিবাদ করেছিলাম বলে আমাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। ভয়ে আর মুখ খুলিনি। কিন্তু এবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। তাই আমাকে শ্লীলতাহানির পাশাপাশি মারধোর করে খুনের চেষ্টা করেছিল।' এদিন দুপুরে পুলিশ বেআইনি মদের ঠেক ভাঙচুর করে। সাথে সাথে মদের ঠেকের মালিক গাব্বারের খোঁজ শুরু করেছে।

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভায় দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশকিছু জায়গায় জনসভায় বলেছেন মুকুল চোর? মদন চোর? সৃঞ্জয় চোর? আমি চোর? সেটা জিজ্ঞাসা করেছে মাত্র। কিন্তু সংবাদ মাধ্যম বা বিরোধীরা সেই জিজ্ঞাসাটাকে বিকৃতি করে প্রচার করেছে সত্যি তারা যদি চোর না হয়ে থাকে তাহলে সিবিআই ধরবে কেন? সেই প্রসঙ্গে আসতে গেলে এক এক করে প্রত্যেক ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দাদারা যদি সত্যি চোর হয়ে থাকে তাহলে ছোট ছোট ভাইয়েরা চুরি করতে আপত্তি কোথায়। ঠিক এই রকম ভাবে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার দুই প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ফিরদৌসি বেগম ও অমিতাভ চৌধুরি (পিন্টু) অবাধে নিজেদের ভবিষ্যতের বিপুল সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি অমিতাভ চৌধুরীর বাড়ির ছাদে রিল্যায়েন্স কোম্পানির টাওয়ার বসানো কেন্দ্র করে পুরসভায় হুলুস্থুল হয়ে গেলো। কারণ পুরসভার কোনও অনুমিত না নিয়ে বড় বড় বিভিন্ন রংয়ের মোটা কেবল লাইন পুরসভার রাস্তার মাটি খুড়ে তড়িঘড়ি করে চুপিসারে বসানো হল। বসানোর সময় ঠিক সন্ধ্যাবেলা এবং অমিতাভবাবু নিজে দাঁড়িয়ে কাজ করাচ্ছিলেন। এলাকার কয়েকজন পুরসভার অবজেকশন দরখাস্ত জমা দিয়েছে। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার প্রশাসক তথা বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য বলেন আমাদের কোনও অনুমতি নেই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা নোটিশ দিয়েছি পুরসভার রাস্তা কেটে কেবল লাইন বসানো বন্ধ করার জন্য। রিলায়েন্স কোম্পানি এতোটাই প্রতিপত্তি এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ চৌধুরী। কারন এটা একটা সারা জীবনের মাসিক মোটা রোজগার। অমিতাভবাবু কাউন্সিলর হবার পর রাতারাতি নিজের ছোট্ট একতলার বাড়ির উপর মার্বল পাথরের মোড়া দোতলা করে নিয়েছেন। এছাড়া কেদার আশ্রম মোড়ে বিলাস বহুল ফ্ল্যাটের নিচে ১৪ লক্ষ টাকার সুসজ্জিত এসি অফিস ঘর করেছেন, নতুন সাদা স্কুটি কিনে নিয়েছেন। এছাড়া প্রমোটারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজের ভবিষ্যত সমস্ত দিক থেকে নিশ্চিত করে ফেলেছেন। বর্তমানে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার প্রশাসক কাজ বন্ধ করার চিঠি দিয়ে কতটা কি করতে পারবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এলাকার মানুষের প্রশ্ন তৃণমূলের সরকারের আমলে এই ধরণের বেআইনি কাজ কত দিন ধরে চলবে।

বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে নিত্য যান–জটে নাকাল নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে নিত্য যানজটে জেরবার হচ্ছেন নিত্য যাত্রীরা। তেমাথার এই মোড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর যাত্রীরা। তেমাথার এই মোড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর বাস লরি অটো চলাচল করে। তার সঙ্গে ভ্যান ও সাইকেলের আধিক্য আছে। কিন্তু এই মোড়ে রাস্তার ওপরই যত্রতত্র অটো এবং ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে থাকে। এই মোড়ে কোনো ট্রাফিক গার্ড বা সিগনাল কিছুই নেই। সিভিক পুলিশ মাঝে মধ্যে থাকলেও তাদের পরিষেবায় যানজট সহজে মুক্ত হয় না। কলকাতাগামী এই পথে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে আটকে থাকতে হয়। অ্যাম্বুলেন্সও আটকে যায়। এই সমস্যার ব্যাপারে প্রশাসন উদাসীন।

যানজটের সমস্যায় বহুদিন ধরেই পীড়িত কলকাতা মহানগর। তার সেই সমস্যার ভাইরাস এখন শহরতলিতেও সমানভাবে দানা বাধছে। যা নগরোন্নয়নের মাপকাঠির সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্য আনছে না। ফলে প্রশাসকদের নিয়মিত সুলুকসন্ধান করতে হচ্ছে কীভাবে এই জটিলতার অবসান ঘটে।

দেবানন্দপুর কোড়লা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী মাতার জাগ্রত পীঠস্থান

মলয় সুর, ব্যান্ডেল : সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির অধিষ্ঠান এক আশ্চর্যজনক ইতিহাস। কথিত ইতিহাস বলে আনুমানিক ৪০০ বছর আগে ঘোষাল সর্দার নামে এক ডাকাত দস্যু সর্দার সিদ্ধিরূপী মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। মা জানান তিনি পার্শ্ববর্তী পুকুরে রয়েছেন। মায়ের এক অপূর্ব বাসনা পরিপূরণ করার আদেশ পান। নির্দেশমতো আকারে ছোট মন্দিরে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় মায়ের মূর্তি। ইংরেজ আমলের সেই স্বপ্নাদেশ সার্থক হওয়ায় ঘোষাল ডাকাত সর্দারের কালের আবর্তে আজ বিরাট মন্দির ব্যান্ডেল থেকে কাজিডাঙা ছাড়িয়ে রাজাহাটের দিকে সরস্বতী নদী পেরিয়ে চারিদিকে সবুজ ঘেরা শান্ত পরিবেশ সমৃদ্ধ কোড়লা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির অবস্থিত। সেদিনের সেই মন্দির আজ সারা রাজ্যে বিখ্যাত। দেবানন্দপুরে কোড়লা প্রত্যন্ত গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দিরে ভক্ত সমাগম মুখর থাকে শনি মঙ্গলবার ছাড়া অমাবস্যার তিথির দিনগুলিতে। অবশ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রতিদিনই সকালে সন্ধ্যায় হয়ে থাকে। চিরাচরিত নিয়ম মেনেই এই মন্দির তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের কৃপায়। বর্তমানে বংশানুক্রমে দশ পুরুষের বংশধর বড়বাড়ির পুরোহিত শ্যামাপদ বটব্যাল পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। একসময় প্রতি বছর অন্তর সিদ্ধিমায়ের হাত, পা, আঙুল হানি ঘটত। সেই কারণে কুমোরটুলির সিদ্ধেশ্বর পাল মন্দিরে থেকে দেবীর মূর্তি তৈরি করেন। আগে ছাগ বলি হত। ব্যান্ডেল–কাটোয়া লাইনে উত্তম আশ্রমের ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্দেশে বলি বন্ধ হয়ে যায়। এই মন্দিরে পুজোর উপাচার নিয়ে ছুটে আসেন ভক্তরা তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্তানহীনা নারীদের স্বপ্ন প্রাপ্ত ঔষধ, সে সমস্ত সন্তানহীনা বিবাহিত নারীরা মন্দিরে এসে ঔষধ সেবন করেন তাদের অব্যর্থ সন্তান ধারণ করবে। এছাড়া ভক্তরা মায়ের মন্দিরে ঢিল বাঁধেন মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য। নতুবা এত আবেগ কিসের। এখানে ভক্তরা প্রধানত আসেন কলকাতা, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, চুঁচুড়া, পাণ্ডুয়া। বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এছাড়াও দিল্লী মুম্বাই, রাজস্থান, বিহার, পুনে এমনকি বিদেশের প্রবাসী বাঙালিরা আমেরিকা, লণ্ডন, কানাডায় শিষ্য রয়েছেন এই মন্দিরের। প্রতিবছর কালীপুজোর অমাবস্যার দিন সকাল থেকে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে মন্দির চত্বরে। ধনী–দরিদ্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি, মারোয়ারি, বিহারী, রাজস্থানী প্রভৃতি সব শ্রেণির মানুষ এক পুংক্তিতে ভোজন করেন। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্যামাপদ বাবুর বছরে জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র আট মাস পালা থাকে। প্রতিমা দর্শনের কোনও বাঁধাধরা সময় নেই। পুজোর জন্য নেই কোনও কঠোর নিয়ম। একটু ধূপকাঠি সন্দেশ ও বাতাসা হলেই চলে। আজও মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। এই ধার্মিক মানুষদের মনবাসনা পূর্ণ করেন 'সিদ্ধেশ্বরী মাতা'।

তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মার্চ সাতগাছিয়া বিধানসভার রানিয়া কুলটুকারী হাইস্কুলে রানিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এক রক্তদানের আয়োজন করেছিল। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল, যুব নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, নস্করপুরের প্রধান তড়িৎ মণ্ডল, গৌরাঙ্গ সাঁতরা, তুষার সর্দার প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৮০ জন রক্তদান করেন। রানিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব স্কুলে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপনির্বাচনের জয়, আসন্ন পুরভোটে তৃণমূলের জয়ের পথ প্রশস্ত করল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র ও নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন দুটিকে একপ্রকার পাখির চোখ করে এগিয়েছিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিজেপি বামফ্রন্ট, কংগ্রেস প্রতিটি দলই। বলাবাহুল্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা নেই। তবে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বনগাঁ লোকসভায় বিজেপির ভোট কাটাকাটি হয়। তাতে সিপিএম প্রার্থী দ্বিতীয় স্থানে চলে আসে। কিন্তু বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ব্যবধান প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজারের কাছাকাছি। তবে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। এখানে বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ৩৭ হাজারের বেশি ভোটে।

সাম্প্রতিক সারদা–কাণ্ডকে কেন্দ্র করে বর্তমান রাজ্য সরকারের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়, একথা অনস্বীকার্য। বিগত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। রাজ্যে কংগ্রেস তো প্রায় অস্তিত্ববিহীন দীর্ঘ দিন থেকেই। আর বামফ্রন্ট জনমানস থেকে এখনও একইরকম বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থার মধ্যে দিয়েই তৃণমূল বিরোধীদের একটা বড় অংশ বিজেপিকে সমর্থন করে। পাশাপাশি সারদা–কান্ডে সিবিআই তদন্তে তৃণমূলের একাধিক নেতা–মন্ত্রীর গ্রেপ্তার এবং একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রও সেই গোষ্ঠীর বৈদ্যুতিন চ্যানেলে লাগাতার সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশনা রাজ্যের জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সম্প্রতি আলিপুর বার্তায় এই মর্মে পার্থসারথি গুহর একটি মূল্যবান প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকীয় পাতায়। এছাড়াও

এই প্রতিবেদক আলিপুর বার্তা'য় তার একাধিক প্রতিবেদনে তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই গুরুত্ব আরোপে তার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ফলে নতুন করে তার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আলিপুর বার্তায় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয় একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না।

এবারে এই প্রতিবেদনের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফেরা যাক। এই উপনির্বাচন দুটিতে তৃণমূলের জয় বেশ কয়েকটি বিষয়কে পরিষ্কার করে দিল। এই বিষয়গুলির মধ্যে সর্বোপরি যেটা, তা হলে, তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা এখনও অটুট। বিশেষ একটি সংবাদমাধ্যম ও বৈদ্যুতিন চ্যানেলের লাগাতার সরকারবিরোধী প্রচার সত্ত্বেও রাজ্যবাসী এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এটা প্রমাণিত। অন্যদিকে সারদাকাণ্ডে সিবিআই তদন্তে তৃণমূলের একাধিক নেতা–মন্ত্রীর গ্রেপ্তার, মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের ইস্তফা ও দলত্যাগ এবং পুত্র সুব্রত ঠাকুর সহ মঞ্জুলকৃষ্ণের বিজেপিতে যোগদান, মুকুল রায়কে ব্যাপক প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ফলাও প্রতিবেদন ও তাঁর দলত্যাগের একটা ভয়ঙ্কর বাতাবরণ সৃষ্টি করা, এসব কিছুকেই শেষমেষ ফিকে করে দিল এই উপনির্বাচন দুটিতে তৃণমূলের জয়। তৃণমূলের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পর্যবেক্ষক তথা পানিহাটি বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের এই জয় প্রমাণ করে দিল রাজ্য সরকারের প্রতি মানুষের আস্থায় বিরোধীদের অপপ্রচার কোনও চিড় ধরাতে পারেনি। তার চেয়েও বড় বিষয় হল, সাধারণ মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি এখনও উজ্জ্বল।

তিনি যে উন্নয়নের বার্তা দিয়ে সরকারে এসেছিলেন, তা মাথায় রেখে কাজ করে চলেছেন। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, বহু আলোচিত 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' এসবতো তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।' এমন কি এই সরকারের আমলেই মানুষ নিজের অভিমত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারছে,বলেও নির্মলবাবু উল্লেখ করেন। তবে বিরোধীরা বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে তাঁকে ও তাঁর সরকারকে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করছে। কালিমা লেপন এবং অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তাঁর ভাবমূর্তি নিয়ে। তা সাধারণ মানুষ বুঝছেন। মানুষ এও দেখছেন বিভিন্নভাবে সরকারকে বিভ্রান্ত করে রাখার কারণে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এই উপনির্বাচন দুটিতে মানুষ যেমন একথা বুঝিয়ে দিয়েছে, তেমনই আসন্ন পুর নির্বাচনেও মানুষ আবারও তা বুঝিয়ে দেবে।

আসন্ন পুর নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পঁচিশটি পুরসভাতেই তৃণমূলকে জয়ী করিয়ে মানুষ আবারও বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবে বলে জেলা পর্যবেক্ষকের দাবি। তবে এই উপনির্বাচনের ফলাফলে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় বিজেপির উত্থান যে অনেকখানি প্রতিহত, একথা মানছেন স্থানীয় রাজনৈতিক মহল।

মহানগরে

গার্ডেনরিচে নয়া ৫০ এমজিডি জলপ্রকল্প

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুর নিগম পরিচালিত গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে নয়া দৈনিক ১৫ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জলপ্রকল্পটির কাজ গত ৩০ জানুয়ারি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার পুর নিগম দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরো একটি নয়া জলশোধনাগারের প্রকল্পের সঙ্গে দৈনিক ১১০ মিলিয়ন গ্যালন জলোত্তোলক পাম্পিং প্রকল্প এবং তৎসহ ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের জলপ্রেরক পাইপ লাইনের প্রকল্পের কাজ হাতে ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে। সেই কাজও ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে। এবং কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিকট লিখিতরূপে জানিয়ে দিয়েছে নয়া ৫০ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন প্রকল্পটি চলতি বছরে আগামী মে মাসের শেষ নাগাদ চালু হয়ে যাবে। যদিও যে সংস্থা প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ করছে তার আধিকারিকবৃন্দ ওই সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি চালু করা যাবে কী না তা নিয়ে জোর সংশয়ে প্রকাশ করেছেন জানুয়ারির শেষ নাগাদ পরিস্রুত জলপ্রকল্প সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে।

এবার ঠেলাগাড়ি লাইসেন্স পাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে ২০ হাজারের অধিক পণ্যবাহী সাইকেল ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি রয়েছে। 'স্লো মুভিং ভেহিক্যালে'র লাইসেন্স কে দেবে, তা নিয়ে পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের মধ্যে দীর্ঘ মতানৈক্যের অবসানের পর এই গাড়িগুলির লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ বিষয়ে জটিলতা কাটল। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি জানান, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই শহরের ২০ হাজার পণ্যবাহী সাইকেল ভ্যান ও ঠেলাগাড়ির লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করে দেওয়া হবে। আর আগামী দেড় মাসের মধ্যেই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ওই গাড়িগুলিকে 'হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট' দেবে। মহানাগরিক জানিয়েছেন, পুর লাইসেন্স কার্ড নীল–সাদা রঙের হবে।

এবার শহরে মোবাইল টাওয়ারে নয়া রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর নিগমের ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে একতলা, দু'তলা বা বহুতল বাড়িগুলির ছাদে বিভিন্ন অসরকারি মোবাইল কোম্পানিগুলির 'মোবাইল টাওয়ার' বসানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মেয়র পারিষদ বৈঠকে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুর সূত্রে খবর, কি ধরনের বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানো হবে, নির্দিষ্ট একতলা বা দ্বিতলা বা বহুতল বাড়িটির কোনও আইনি জটিলতা আছে কী না তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সাড়ে চার বছরে পুর কর্তৃপক্ষ মোবাইল টাওয়ার বসানোর বিষয়ে কি রূপরেখা হবে তা ভাবার অবকাশ পেল না, যেই না গত ৫ ফেব্রুয়ারি মাদার টেরিজা সরণী (পার্ক স্ট্রিট) ও জওহরলাল নেহরু রোড সংযোগস্থলে শহরে 'ওয়াই–ফাই' পরিষেবার সূচনা লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জানান, ফোর–জি প্রকল্পের জন্য শহরে একাধিক মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রয়োজন রয়েছে, অমনি পুর কর্তৃপক্ষ শহরে মোবাইল টাওয়ার বসানো নিয়ে রূপরেখা তৈরিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

কাশীপুর শ্মশানের মেরামতির কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর নিগম পরিচালিত উত্তর কলকাতার বরাহনগরের চন্দ্রকুমার লেন স্থিত কাশীপুর শ্মশানবাটীর দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি মেরামতির কাজ দীর্ঘদিন বাদে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হল। পুর সূত্রে খবর, এই চুল্লি দু'টি মেরামতির কাজের জন্য গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ দীর্ঘ ২০ দিন কাশীপুর শ্মশানে শবদাহের কাজ বন্ধ থাকবে।

মেট্রোয় মিন্টের ছাড়পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ দেড় বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল সম্প্রতি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আওতাধীন ডায়মন্ড হারবার রোড লাগোয়া মাঝেরহাট–তারাতলাস্থিত ক্ষেত্রমানে ভারতের বৃহত্তম 'ভারত সরকার ট্যাঁকশাল' (আলিপুর) কর্তৃপক্ষ জাতীয় সড়ক লাগোয়া তাদের যে সবুজ চাদরে ঢাকা খেলাধূলার মাঠ রয়েছে সেই মাঠের বুক চিঁড়ে জোকা–বিনয়–বাদল–দীনেশ বাগ মেট্রো রেল প্রকল্পের লাইন যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। ফলে জোকা–মাঝেরহাট প্রায় সাত কিলোমিটার ব্যাপী প্রথম ধাপের মেট্রো রেল প্রকল্পটি আগামী ২০১৬–র মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড' (আর.ভি.এন.এল.) কর্তা ব্যক্তিদের একাংশ। প্রসঙ্গত, কলকাতার আলিপুর মিন্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র না মেলায় দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ তারাতলার ডি এইচ রোড স্থিত গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের পর থেকে মাঝের হাটের দিকে মেট্রোর নয়া লাইন পাতার কাজ বন্ধ ছিল। এবার অনুমতি মেলায় আবার পূর্বের মতো জোর কদমে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, জোকা–বি বা দি বাগ মেট্রো রেল প্রকল্পটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ধাপে জোকা–মাঝেরহাট মাটির ওপরে মেট্রোর লাইন পাতার কাজ এবার সমস্যামুক্ত।

স্বামী প্রণবানন্দের ১৩০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার সূচনা করছেন কলকাতার মেয়র। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল বাউল গান, যাত্রাপালা, বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা ও বক্তৃতা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি – ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ঐতিহাসিক অক্ষমতা

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সম্প্রতি এক তথ্য জানার অধিকার আইনের জবাবে জানানো হয়েছে যে, নেতাজি সংক্রান্ত কোনও গোপনীয় ফাইল বা নথি ১৯৯৭ সালের এক আইনের কারণে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমন কী নেতাজির তথাকথিত স্ত্রীয়ের অন্ত্যেষ্টি ও অ্যানিটা পাফ্ সম্পর্কিত ফাইলগুলি 'অতি গোপনীয়' বিষয়। সেগুলিও প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রকাশ করতে পারবে না। ইতিপূর্বে তৃণমূলের দুই সাংসদ এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জানানো হয়েছিল নেতাজি সংক্রান্ত নথি প্রকাশ সম্ভব নয়। তবে এবারে মোদির দফতর স্পষ্টভাবে জানাল এই ঐতিহাসিক অক্ষমতার গল্প। ইতিপূর্বে কোনও প্রধানমন্ত্রীর আমলে এমন আইনের অজুহাত তোলা হয়নি। নেতাজি ফাইল প্রকাশ করাটা কাদের এক্তিয়ারভুক্ত তা স্পষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ নেতাজি সংক্রান্ত কোনও তথ্য লোকসভার নেতার পক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। এর আগে এই ফাইল প্রকাশ পেলে বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ইত্যাদি নানা কথা বলা হয়েছিল অবশ্য কখনই বলা হয়নি তৎকালীন নেতৃবৃন্দ নেহেরু প্যাটেলদের নেতাজি বিরোধিতার ইতিহাস কিংবা তাঁদের ভাবমূর্তির গালে কালি গিয়ে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ করতে পারবে না তবে ধারাবাহিকভাবে অজস্র নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল ধ্বংস করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর নানা সময়ে আদালত কমিশন ও তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একই কথা দিনের পর দিন শুনিয়েছে। জাতীয়তাবাদী দলের দাবিদার ও অকংগ্রেসি সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা নরেন্দ্র মোদির নেতাজি সংক্রান্ত এই উলটপুরাণ অত্যন্ত হতাশাজনক। হতাশাজনক রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও দেশের তাবৎ ডান–বাম বুদ্ধিজীবীদের মৌনতা।

পশ্চিমবাংলার সাংসদরা নেতাজি বিষয়ে বরাবরই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পছন্দ করেন। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে তা সংখ্যায় অতি নগণ্য। দেশের শাসকদলকে অন্যান্য নানা বিষয়ে বিব্রত করলেও নেতাজি সত্য উদ্ধারে সাবধানী তারা। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নানা সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা প্রশ্ন উঠেছে যদি প্রধানমন্ত্রী দফতর একমাত্র এই অক্ষমতা জানায় তবে কার অনুমতি দরকার। বাকিংহাম প্যালেসের নাকি হোয়াইট হাউসের। এই দুটি শক্তির বিরুদ্ধে ভারতভূমির প্রয়াসে নেতাজির নেতৃত্বে আজাদী সৈনিকেরা জীবনমরণ সংগ্রাম করেছিল। ভারত আজও ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এবং এইজন্য মোদির এই অক্ষমতা এমন একটা বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে। বসুবাড়ির একাংশ নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করছে এমন একটা ধারণা বহু নেতাজি অনুরাগী মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব কোনও বিবৃতি দিতে পারছেন না। নেতাজি নিয়ে নতুন কোনও ঘোটালার ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে।

অমৃত কথা

৪৬৬ ডাকুরে বলে একরকম মাকড়সা আছে, তা কামড়ালে আগে হলুদ পড়া দিয়ে বিষ তুলে ফেলে তারপর ওষুধ লাগাতে হয়, তবে ওষুধ খাটে। সেইরকম কামিনী–কাঞ্চনরূপ মাকড়সায় জীবকে কামড়ালে আগে ত্যাগ করতে হয়, তারপর তার সাধনা খাটে।

৪৬৭ কামিনী–কাঞ্চনই মায়া, ওর ভেতর অনেক দিন থাকলে আর হুঁস থাকে না। মেথর গুয়ের ভার বইতে বইতে তার আর ঘেন্না হয় না।

৪৬৭ কামিনী–কাঞ্চনে আসক্তি কিসে যায়? তাঁকে লাভ করলে কামিনী–কাঞ্চনে আর আসক্তি থাকে না। বাদুলে পোকা যেমন আলো দেখলে আর অন্ধকারে যায় না।

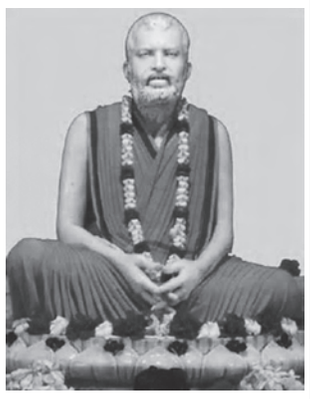

৪৬৯ মন যেন সাদা কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙই হবে।

৪৭০ কোনও এক ধনী মাড়োয়াড়ি এসে বললেন, যে আমি সব ত্যাগ করেছি, তবে কেন ভগবান লাভ হচ্ছে না। তাতে তিনি (পরমহংসদেব) বললেন, 'যেমন তেলের কুপো, তেল বার করে নিলেও কুপোতে একটু একটু তেল থাকে ও গন্ধ ছাড়ে; তেমনি তোমাতে এখনও একটু একটু বিষয়ের গন্ধ ছাড়ছে।'

৪৭১ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।

৪৭২ কোনও ভক্ত বেশি জপ করতেন, তাকে পরমহংসদেব বললেন, এক জায়গাতেই দিনরাত রয়েছো, এগিয়ে যাও। ভক্ত বললেন, তাঁর কৃপা না হলে হবে না। তিনি (পরমহংসদেব) তাকে বললেন, 'তাঁর কৃপায় বাতাস রাত দিনই বইছে, নৌকোয় পাল তুলে দাও, তবে তো হাওয়া লাগবে।'

৪৭৩ যতই এগিয়ে যাবে, ততই ঈশ্বরের উপাধি কম দেখবে। ভক্ত প্রথম দর্শন করলে দশভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে ষড়ভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে দ্বিভুজ গোপাল। যতো এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য্য কমে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে গেল, তখন দ্যোতি দর্শন হলো।

৪৭৪ সরকারি হাওয়া এলে পাখা ফেলে দিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপা হলে সাধন ভজনের দরকার হয় না।

ফেসবুক বার্তা

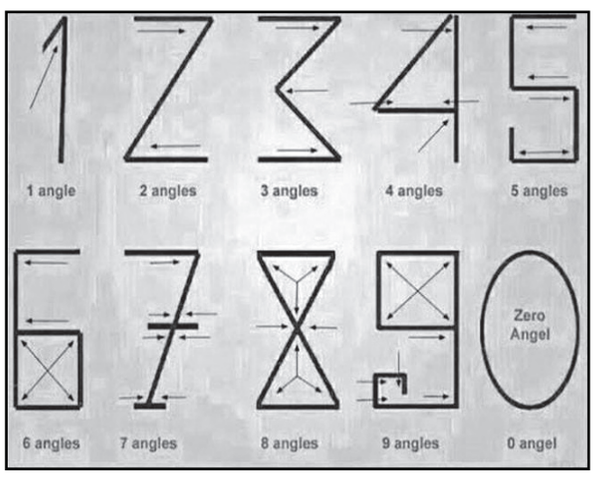

জ্যামিতি কী সংখ্যা গঠনের হাতিয়ার? জ্যামিতিক কৌণিক বিচারে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সংখ্যার এক অভিনব বিন্যাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ফেসবুক চিত্রে। বিভিন্ন সংখ্যার মান অনুযায়ী কোণ নিজের অবস্থান পাল্টে ফেলেছে এখানে।

কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে এখন সেমিফাইনালের মহড়া বঙ্গ রাজনীতিতে

পার্থসারথি গুহ

সেমিফাইনালের আগের খেলাকে পোষাকি ভাষায় বলা হয় কোয়ার্টার ফাইনাল। রাজনীতির কালচক্রে বসে হঠাৎ করে ফুটবলের গল্পে অবাক হবেন না। আসলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে প্রতিটি নির্বাচন বা উপনির্বাচন হার মানাতে পারে যে কোনও খেলার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাকে। এটাই হল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দীর্ঘদিনের দস্তুর। তাই চায়ের দোকান থেকে ট্রেনে বাসে কিংবা অফিস–কাছারিতে কান পাতলেই শোনা যাবে রাজনীতির সর্পিল কাহিনি। সেখানে প্রায়শই টেনিদা গোছের ব্যাক্তিরা ওকালতি করছেন তাঁদের নিজেদের পছন্দসই দলের হয়ে। কেউ কেউ আবার এ রাজ্যের সব যুযুধান রাজনৈতিক দলকেই গাল পাড়ছেন। তাছাড়া সারদা নিয়ে ককটেল তো চলছেই। সেই আবহতেই চলে এল কোয়ার্টার ফাইনালের প্রসঙ্গ। সম্প্রতি শেষ হওয়া বঁনগা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট সার্বিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল এই ধরণের এক কোয়ার্টার ফাইনাল মহড়া।

তাই বঁনগা এবং কৃষ্ণগঞ্জের বিপুল জয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেস মমতার নেতৃত্বে কোমর বাঁধতে শুরু করেছে আগামী সেমিফাইনাল অর্থাৎ সামনের পুর–ভোটকে নিয়ে। কলকাতা পুরসভা–সহ রাজ্যের প্রায় শতাধিক পুরসভার ভোট আসন্ন। এতে ফের জয়ের ডঙ্কা বাজাতে পারলে শাসক দল ফাইনালের আগে অনেকটাই চাপমুক্ত হতে পারবে। হ্যাঁ। ফাইনাল ম্যাচ বলতে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথাই বলা হচ্ছে। যে যুদ্ধে জিততে মরিয়া রাজ্যের সব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। কোয়ার্টার ফাইনালের বিন্যাসে ফাইনাল ম্যাচের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। জোড়া ফুল এবং ঘাসফুলের লড়াইয়ের সামনে ৩৪ বছরের ক্ষমতাসীন বামপন্থীরা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে। যদিও বঁনগার টক্করে বিজেপির থেকে হাজার চৌদ্দ ভোট বেশি পেয়ে কোনওক্রমে দু–নম্বর স্থান দখলে রাখতে পেরেছে সিপিএম। তবে বঁনগায় মান বাঁচলেও কৃষ্ণগঞ্জে কিন্তু নৌকা ডুবে গিয়েছে বামেদের। এখানে আবার বিজেপি দু'নম্বরে। ফলে পুরভোটের আগে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে কে বেশি বেগ দেবে তা এই সময় রাজ্য রাজনীতির বড় চর্চার বিষয়।

যদিও এখনও পর্যন্ত বিজেপির ভোট যেভাবে বেড়েছে তার ফলে দু নম্বরে অন্য কারও কথা ভাবা যাচ্ছে না। তবে বামেরা নিশ্চয়ই নিজেদের দুর্বল ভাবছেন না। তাছাড়া বিজেপির কাছে এ রাজ্যে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। সেক্ষেত্রে সিপিএম তথা বামেরা সংগঠনের দিক থেকে এখনও বিজেপির আগেই থাকবে। পুরভোটের মতো নির্বাচন যেখানে স্থানীয় ইস্যু প্রাধান্য পায় তাতে আবার এই ধরনের সংগঠনের প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে সেমিফাইনাল যুদ্ধে ধারে এবং ভারে বিরোধীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে শাসক দল। সারদা ইস্যুতে এত তোলপাড় হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল রাজনীতির ময়দানে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। তাই বঁনগার কোয়ার্টার ফাইনাল যুদ্ধ জিতে কার্যত ভোকাল টনিক লাভ করেছে ঘাসফুল দল।

ভোট যুদ্ধ বা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার রসদ হিসেবে অবশ্য আরও অনেক উপাদানের প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সবসময় বলে থাকেন রাজনীতিতে কখনও দুয়ে–দুয়ে চার হয় না। বরং উলটোটাই হয়ে থাকে অধিকাংশ সময়ে। রাজনীতির এই জটিল অঙ্কের কচকচি অনেক গণিতকারেরও মাথায় ঢুকবে না। কারণ কখন কোন কেমিস্ট্রি বা রসায়ন পালটে যাচ্ছে তা অনুমান করার ক্ষমতা সাধারণের বোধবুদ্ধিতে নেই। অথচ একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ঠিক বুঝে যান কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির। এই যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, হরিয়ানার যুদ্ধ জিতে মোদি–অমিত শাহ জুটিকে রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য লাগছিল। সেই অঙ্কটাই বদলে গেল দিল্লিতে আপের সামনে পদ্মের একরকম 'ভ্যানিশ' হওয়ার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং আপাতত পশ্চিমবঙ্গে অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল হলেও রাজনীতির মাস্টার স্ট্রোকে অন্য কেউও উঠে আসতে পারে মানচিত্রে।

পাঠকের কলমে

নেতাজি নিয়ে লেখা অনবদ্য

গত ২৪শে জানুয়ারি/১৫ আপনার পত্রিকায় নির্মল গোস্বামীর লেখাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। ওই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে মতামত বিভাগে আমার ব্যক্তিগত মতটি তুলে দিতে চাই।

লেখাটির নামকরণ করা হয়েছে 'নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য কি অ্যাটমের থেকে শক্তিশালী বিস্ফোরক।' অবশ্যই। ওই রহস্য যেদিন সকলে জানতে পারবে সেদিন জানবে নেতাজি আজও জীবিত। একথা শুধু ভারত সরকার নয় বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রও জানে। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। কারণ তিনি এখন শক্তির সাধনায় সিদ্ধ। সরকার ইচ্ছা করলে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারেন। কিন্তু তা করবেন না। কারণ জমিদার আজ নিরুদ্দেশ। জমিদারের আসনগুলো কর্মচারীরা দখল করে বসে আছেন। তাই তারা চায় না জমিদার ফিরে আসুক। তাহলে চেয়ারগুলো ছেড়ে দিতে হবে। সেজন্য রহস্য রহস্যেতে থাক এটাই সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতাদের মুখ থেকে জনগণ আশার বাণী শুনেছিল। তারা বলেছিলেন আমরা প্রকাশ করব কিন্তু নির্বাচনে জিতে বলছেন নেতাজি সংক্রান্ত নথি প্রকাশ করলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হবে।

নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন আমরা ক্ষমতায় আসলে জিনিসপত্রের দাম কমাবো। জিতে গিয়ে দেখা গেল জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে।

ব্রিটিশ এদেশ থেকে যত টাকা লুঠ করে নিয়ে গেছে তার থেকে বেশি অর্থ লুঠ করেছে এদেশের নেতারা যা কালো টাকা বলে গণ্য বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সেই কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এখন জনগণ দেখতে পাচ্ছে সেই কালো টাকা আনার গল্প আজ অতল জলের আহ্বানে তলিয়ে যাচ্ছে। কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। ঠিক তেমনি নেতারা কথা দিয়ে কথার খেলাপ করার জন্য 'জনগণের মার দুনিয়ার বার।' এমন একদিন আসবে যেদিন যে জনগণই ওদের সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

উপরন্তু যে আমেরিকা মানবতার জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী। যে আমেরিকা জাপানে পরমাণু বোমা ফেলে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামাকে ডেকে এনে ধ্বংসের নামে বিভিন্ন চুক্তি করা হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনীতে ওদের সেনাদের রাখতে হবে। এখানে পরমাণু চুল্লি করা হবে। জীবনদায়ী ওষুধের ব্যবসার মধ্যে জনগণের বিশেষ করে গরিব মানুষদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ একদিন ব্যবসা করার অনুমতি নিয়ে এদেশে ব্যবসা করে পরবর্তীকালে ২০০ বছর শাসন করেছিল— সেই সাম্রাজ্যবাদীর দালাল আমেরিকাকে ডেকে এনে বন্ধুত্বের মাধ্যমে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। পরিণতিতে আর একবার ভারত পরাধীন হতে চলেছে অর্থনৈতিক দিকে।

তাই দুঃখের সঙ্গে জানাই— 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ', লঙ্কাচ্যুত হলে হয় দেবশিশু। তাই দেবশিশুরাও অন্ধ মুখে চাবি দিয়ে রেখেছে।

দীপঙ্কর দে, উত্তর ২৪ পরগনা

শতদ্রুর ধারায় রক্তের অন্তরসলিলা

পর্ব ১২

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বাস্তু শরনার্থী সমস্যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদত থেকে গণহত্যার রাজনীতি ৭০–৮০র দশক থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মাথা চাড়া দিয়েছিল। উপজাতীয়তাবাদের আবেগ এই গণহত্যার হিংসাত্মক কার্যকলাপকে চালিত করে। এই উপজাতীয়তাবাদের ভাবনা প্রাদেশিকতা চেতনাকে উন্মত্ততার রূপ দেয়। জাতীয় ঐক্য স্বাদেশিকতাকে বর্জন করে ভাবা–সংস্কৃতিগত ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়ে ফেলি। শিশুকাল থেকে শিখ জাতির ইতিহাস গড়ে বীরত্ব স্বদেশপ্রেমের আবেগে মনের মধ্যে প্রতিবাদী শক্তির অর্জন করতে পারতাম, মনে মনে ভাবতাম মাথায় পাগড়ি গড়ে একমুখ দাঁড়ি রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতায় বীরপুরুষের ঘোড়া যদি ছোটাতে পারতাম কি মজা হতো। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ভারতের বিপ্লবাত্মক জাতীয়বাদের ভিত্তি ভূমি। অথচ রাজনীতির স্বার্থলোলুপতা দেশপ্রেমে বীরযোদ্ধা জাতিকে ৭০–৮০র দশকে পরিণত করে উগ্রপন্থার তকমায়। ৭০–এর শেষ দিক থেকে ৯০–এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীর আগুনে শুধু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক নয়, নিরীহ পাঞ্জাবীরাও মারা গিয়েছে, হয় উগ্রপন্থীদের হাতে, নয়তো সামরিক বাহিনীর গুলিতে।

ভারতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এই রাজ্যে গণহত্যার ইতিহাসকে 'আনন্দপুর সাহিব' প্রস্তাব বা খলিস্তানের দাবিতে আলোচনা করা হলে তা হবে একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার, অন্যায়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বাংলার ন্যায় পাঞ্জাব ও দেশভাগকে মেনে নিতে পারে নি। ক্যাবিনেট মিশন ওয়াভেল পরিকল্পনা–মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা এবং জওহরলাল নেহেরুর ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বা লালসা বাধ্য করে পাঞ্জাব ভাগ করতে। অতিকথন বা বানানো গল্প থেকে নয়, তৎকালীন পাঞ্জাবে রাজ্যপাল স্যার ইভেন জেনকিনসের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় পাঞ্জাব ভাগ পাঞ্জাবীরা কিছুতেই মেনে নেবে না। ১৯৪৭ সালের মে মাসে জেনকিনস্ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকে এক চিঠিতে আবেদন করলেন— Reconsider the terms of any early announcement embodying of the Indian political problem. In the Punjab we are going to be faced with a complete refusal of the communities to co–operate on any basis at all. It would clearly be futile to announce a partition of the Pubjab which no community would accept' আজাদ তাঁর আত্মজীবনী 'India wins freedom' –এ উল্লেখ করেছেন সীমান্ত গান্ধির ভারতের সাথে যুক্ত থাকার একান্ত অনুরোধ। 'মুসলিম লিগের নেতৃত্বাধীন পাক সরকার–এর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখে ঠেলে দেবেন না।'

কিন্তু ব্যাটেনের সহযোগী হয়ে স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর শান্তির পায়রা ওড়ানোর স্বপ্ন! ৯৮ বছর

ভারত ভাগ পুর্নবিবেচনা করুন মাউন্টব্যাটেন সাহেব। বিশেষ করে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে। পাঞ্জাব ভাগ হলে কোনও ভাবেই গ্রহণ করবে না। খান আবদুল গফফর খান সীমান্ত গান্ধি নামে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন। পাঞ্জাবীরা কখনোই মেনে নিতে পারে নি।

লাহোর পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হোক। সীমান্ত গান্ধিও কখনোই ভাবতে পারেন নি পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসাবে স্বীকৃত হোক। পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন, পশ্চিম পাঞ্জাব ভারতের অংশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব বালুচিস্তানের পাঠান মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতে বসবাস করবে। মৌলানা আবুল কালাম বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিকত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্মস্থান 'নানকানা সহিব' পাকিস্তানের মধ্যে চলে গেল। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের চেয়েও পাঞ্জাবীদের ধর্মীয় আবেগের জায়গা পাকিস্তানের অংশ হওয়াটা তারা কখনোই মেনে নিতে পারে নি। বৃটিশ ঐতিহাসিক রবিন জেফরি সমালোচনাত্মক সুরে লিখেছেন, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এবং অকালি দলের ব্যর্থতায় পাঞ্জাব ভাগ হয়। পাঞ্জাব ভাগকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গার রাজনীতি বাংলার সাথে পাঞ্জাবে শুরু হয়েছিল তার নিহতের পরিসংখ্যাগত রিপোর্ট করেন যে পাঞ্জাবে দেশভাগের দাঙ্গায় ১৫ হাজার লোক মারা যায়। নেহেরু এই রিপোর্ট পেয়ে আতঙ্কিত হন। অমানবিক বর্বরোচিত দাঙ্গায় শুধু মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র এমনকি মেশিন গান ব্যবহার করা হয়েছিল। দাঙ্গায় পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমদের খতম করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ৭০ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসে।

ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের জন্য ভারত–পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতা প্রকৃত অর্থে বাংলা পাঞ্জাব ভাগ। বাংলাকে ভাগ করার প্রথম প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল লর্ড কার্জন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ সাময়িক রদ হলেও ১৯৪৭–এ বঙ্গব্যবচ্ছেদ স্থায়ী হয় এমন ভাবে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে যাতে করে তাদের কাছ থেকে নকল করা গণতন্ত্রে দেশব্যাপী বিপন্ন করা। র‍্যাডক্লফ সাহেব এই কাজটি সুকৌশলে করেছিল। ১৯৪৭ এর এপ্রিল–মে মাসে পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে দুই জন মুসলিম একজন হিন্দু একজন শিখের উপদেশে পাঞ্জাবকে দু টুকরো করলেন। পাঞ্জাব থেকে চলে যাবার সময় পাঞ্জাব ভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নোট পুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম পাঞ্জাব ভাগের প্রকৃত জানতে না পারে। তিনি তাঁর ভাইপোকে চিঠিতে লিখেছেন 'বাংলা এবং পাঞ্জাবের মানুষ যদি জানতে পারে এই দুই প্রদেশ ভাগের ঘটনা আমাকে কোন দিন ক্ষমা করবে না।'

১৯৪৭–এর ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন লন্ডন থেকে ফিরে এসে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও–এ ভাষণের মাধ্যমে ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। পরের দিন সকালবেলায় তাঁর এই ঘোষণার সমর্থক জওহরলাল নেহেরু মহম্মদ আলি জিন্না এবং অকালি দলের বলদেব সিংকে পাশে বসিয়ে সমর্থনের মাইক্রোফোন হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের জীবনীকার ফিলিপ জিগল্যার লিখেছেন, ভারত বিভাজনের নীতি যখন গৃহীত হল, ধরে নেওয়া হল যে, সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গার অবাধ পরিণতি ঘটবে। জিগল্যারের মতে দেশ ভাগের ফলে লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। ১৯৪৭–এর ভারত ভাগের ফলে ২০ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়।

ভারত পাকিস্তানে শরনার্থী শিবিরে ত্রাণের কাজ করতে এসেছিলেন রিচার্ড সিমনস্ এই অভিজ্ঞতায় 'In the margins of Independence : A relief worker in Indian and Pakistan'–এ লিখেছেন, বৃটিশ ভারত ত্যাগ করেছে অস্থিরতা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।' পাঞ্জাবে দাঙ্গার স্মৃতি অমলিন রেখে নতুন করে অস্থিরতা শুরু হয় ৬০–এর দশকে মধ্যবর্তী পর্যায়। দাবিটি চিল পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য। হিমাচল প্রদেশ–হরিয়ানা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে আলাদা করে পাঞ্জাব রাজ্যটি গড়ে তোলা হয় ১৯৬৬ সালে।

পাঞ্জাবীরা কিন্তু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ। স্বয়ং গুরু নানকে বাণী, তিনি হিন্দুদের গুরু। অথচ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কায়েমি অভিসন্ধি শিখদের হিন্দুদের থেকে সাংবিধানিক আলাদা করে দেয়। এই পাপের পরিণতি ৮০ দশকে উগ্রপন্থী আন্দোলনে উত্তাল পাঞ্জাব। খালিস্তানের দাবি উগ্রপন্থী আন্দোলন–অপারেশন ব্লুস্টার–ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু–শিখ দাঙ্গা। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক সময়। শতদ্রুর জলে যে রাজ্য সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছিল সেই নদীর জল রক্তে লাল হল— গণহত্যায়। আমি তখন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার। সেই দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজো ভোলার নয়।

মিনি চিড়িয়াখানা

বিশ্বজিৎ পাল: রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ড ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহ–সভাপতি তৃণমূলের সভাপতি অশোক পাত্র প্রমুখ। শ্যামলবাবু বলেন কেন্দ্রীয় নীতির ফলে বাংলার বহু গরিব মানুষ কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। ক্যানিং–১ ব্লকে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই ক্যানিংয়ে দমকল দফতরের কাজ শুরু হবে। ক্যানিং স্টেডিয়ামের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ঝড়খালিতে মিনি চিড়িয়াখানার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী মার্চ মাসে চালু হবে ক্যানিংয়ে মডেল স্কুল। বিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক ২০১৬ সালে মা মাটি মানুষের জয়কে মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। এ দিনের সভায় ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার কামারির চক এলাকা থেকে সম্প্রতি এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ নূরসফি মীর (২৬)।

গিনেসের লক্ষ্যে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রেসার কুকার আবিষ্কারক যুগল

মলয় সুর

কৃষ্ণনগরের দুই ভাই মনোজ কুমার মণ্ডল ও মিহির কুমার মণ্ডল ২০০১ সালে 'হিউম্যান স্টোরি' বিভাগে তাদের ক্ষুদ্রতম প্রেসার কুকারটি লিমকা বুক অব রেকর্ডে স্থান পায়। এক অভিনব আশ্চর্যের খুদে প্রেসার কুকার তৈরি করে নদিয়া জেলায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন এক সময়। মনোজ বাবু প্রেসার কুকার প্রসঙ্গে জানালেন, ''১৯৯১ সালে তখন রানাঘাট কলেজের বি এস সি–র ছাত্র ছিলেন। প্রাইভেট পড়তে স্যারের বাড়িতে গিয়ে টিভিতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের অনুষ্ঠান দেখে মনে বিস্ময় জাগে। কিছু একটা করার প্রচণ্ড সুপ্ত বাসনা জাগে মনে। তাঁর দাদা মিহিরের সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা হয়। অবশেষে সলুক সন্ধান মাথায় আসে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রেসার কুকার তৈরি করা। অবশেষে রুপোর পাত দিয়ে ছোট আকারের প্রেসার কুকার তৈরি হলেও তাতে সিটি লাগানোর উপযুক্ত ভালভ তৈরির প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর এই প্রেসার কুকারের জন্য স্বীকৃতি দেয় ২০০০ সালে ৮ ডিসেম্বর বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি কৃষ্ণনগর। এরজন্য ওই কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেমস্টেশন দিতে হয়েছিল তাঁদের। পরীক্ষার ভিত্তিতেই কলেজের অধ্যক্ষ ছোট প্রেসার কুকারটির গুনাগুন সম্পর্কে একটি প্রশংসাপত্র দেন।

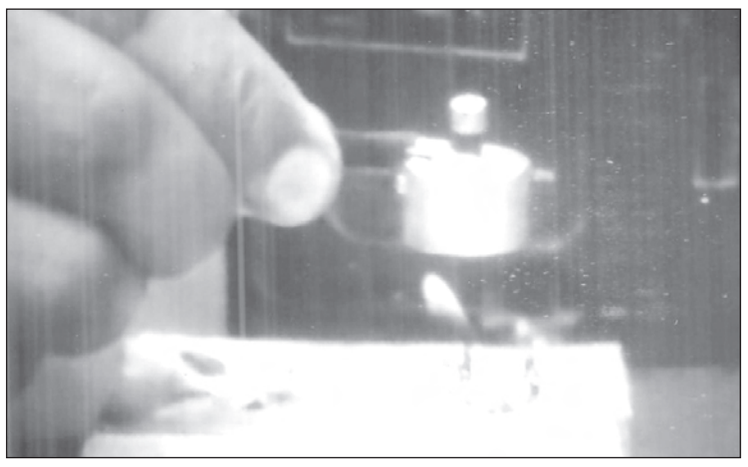

এরপরই তাঁদের উৎসাহ দ্বিগুন বেড়ে যায়। ওই সময়ই লিমকা রেকর্ড বুকস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা শীঘ্রই কাগজ পত্র চেয়ে পাঠান। নদিয়া জেলা পরিষদ থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে এই ক্ষুত্রতম প্রেসার কুকারটি দেখানো হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের প্রেসার কুকারের মেজারমেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এমন কি ফিজিক্স বিভাগের ল্যাবরেটরিতে এই প্রেসার কুকারের মাপজোক হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার রজত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকৃতি দেন। ওই মাপ অনুযায়ী কুকারটির উচ্চতা ২.১৪ সেন্টিমিটার এবং চওড়া ২.০২ সেমি। ভেতরের আয়তন ২.০৫ বর্গ সেমি, বাইরের পরিধি ১.৯৬ সেন্টিমিটার। মোট ওজন ১১.৪৮০ গ্রাম। এরই সাথে মানানসই গ্যাস–ওভেন আর হিটারও তৈরি করেছেন মনোজ। আগুনের হিটে দু–তিন মিনিট পরেই শুরু হয়ে যায় কুকারের সিটি দেওয়া এবং তিন মিনিটেই তৈরি হয়ে যায় ভাত, ডাল, তরকারি। তবে এই কাজে তাঁদের প্রেরণা দেন রানাঘাট কলেজের অধ্যাপক বীরেন দত্ত। ২০০৭ সালে নদিয়া জেলা পরিষদ ভবনে মনোজ চাকরি পান। তাঁদের বাড়ি কৃষ্ণনগর সুভাষনগরে ছিটকি পোঁতা গ্রামে। এরই পাশাপাশি মনোজ বাবু যোগাযোগ করেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাঁরা সমগ্র কাগজ পত্র চেয়ে পাঠায়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে তাদের এই অসামান্য আবিষ্কার এখন শুধু সময়ের নাম ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের এই সাফল্যের জন্য জি বাংলা চ্যানেলে দাদাগিরি রিয়েলিটি শো অনুষ্ঠানে বাংলার একজন আইন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে খুব শীঘ্রই যেতে চলেছেন। এমন কি একপ্রস্থ শ্যুটিং হয়ে গেছে। তবে অন্যদিকে তাদের আক্ষেপ রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনায় সরব হন। কোনও সরকারি সম্মান বা আর্থিক সুযোগ সুবিধা এখন পর্যন্ত পাননি তাঁরা। সে তৎকালীন বাম জমানায় বা বর্তমান শাসক দল উদাসীন থাকার দরুন। অথচ তৃণমূল সরকার বিভিন্ন ধরনের উৎসবের সূচনা অনুষ্ঠান করে চলেছেন। সেকানে সকলকে পুরস্কার এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে সম্মানে ভূষিত করা হয়। অবশেষে তাদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।

আলিপুর বার্তা সুদোকু

আলিপুর বার্তা সুদোকু কোনও অঙ্ক বা ডিজিট ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হচ্ছে–'আ', 'লি', 'পু', 'র', 'বা', 'র্তা', 'সু', 'দো', 'কু' এই নয়টি শব্দাংশ। সুদোকু ছকটির খালি কোষগুলিতে এই নয়টি শব্দাংশ এমনভাবে বসাতে হবে যেন প্রতি কলমে, প্রতি সারিতে ও প্রতি ঘরেই 'আ', 'লি', 'পু', 'র', 'বা', 'র্তা', 'সু', 'দো', 'কু' এই নয়টি শব্দাংশ একবার করে থাকে।

			বা		লি	র্তা		কু
আ			র	কু				দো
	কু							সু
	দো				র		সু	
	র						আ	
	সু		আ					
র্তা							কু	
দো				পু	র্তা			বা
		র	দো		আ			

উত্তর পাঠান আমাদের দফতরে। প্রথম উত্তরদাতা পাবেন পুরস্কার। উত্তর পাঠান ২১–০২–২০১৫ থেকে ০৪–০৩–২০১৫–র মধ্যে। ঠিকানা এবং ফোন নম্বর পাঠাতে ভুলবেন না। –জে এন রায়

বিবেকানন্দ স্পেশ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিকাগো মহাধর্মসম্মেলন থেকে ফেরার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে বজবজে প্রথম পদার্পণ করেন। জানা গিয়েছে যে ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মোম্বাসা জাহাজে করে বজবজে আসেন এবং রাত্রি যাপন করেন বজবজ পুরাতন রেল স্টেশনে, পরদিন ভোরে ট্রেনে বজবজ থেকে শিয়ালদহ যাত্রা করেন। সে সময়ে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে ২০ হাজার ভক্ত তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজি সহ আরও বেশ কয়েকজন গুরুভাই। উল্লেখ করা যায় তখনকার দিনে বজবজে স্বামীজির পদার্পণ স্থানীয় মানুষ জানতে পারেনি। সেই আক্ষেপ বজবজের মানুষ আজও বহন করে চলেছে। পুণ্য দিনটিকে স্মরণ করতে ৩০ বছর ধরে প্রতিবছর ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি অনুষ্ঠান করে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারও ১৯ ফেব্রুয়ারি ১১:১০ মিনিটে বজবজ স্টেশন থেকে বিবেকানন্দ বিশেষ ট্রেনের শুভযাত্রা করে শঙ্খধ্বনী পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে। স্মারক কমিটির সভাপতি গণেশ ঘোষ এর উদ্যোগে বজবজ পুরসভা, পূর্ব রেলের সহযোগিতায় বজবজ স্টেশন চত্বরে এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীকথা খ্যাতশ্রী জগন্নাথবসু ,স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে, ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে প্রভাস হালদার, কাউন্সিলর দীপক ঘোষ সহ আরও অনেকে।

কাকদ্বীপের তরমুজ চাষ অবলুপ্তির পথে

অশোক কুমার মণ্ডল

ফসলের লাভজনক দর না পাওয়া, উন্নত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের তরমুজ চাষের এলাকা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। তাই সুন্দরবন এলাকার বহু কৃষক তরমুজ চাষের পরিবর্তে বেছে নিয়েছে মিঠা পান, লঙ্কা, ধান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের সাগরদ্বীপের দক্ষিণ হারাধনপুর গ্রাম নিবাসী খুঁদি শ্যামল এবং সুধীর শ্যামল খুব সম্ভবত প্রায় ৪৮ বৎসর পূর্বে সাগরদ্বীপে সর্বপ্রথম তরমুজ চাষ শুরু করেন। পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে বিভিন্ন প্রজাতির তরমুজ বীজ এনে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ আরম্ভ হয়। মূলত ওনাদের উদ্যোগেই পরবর্তীকালে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন এলাকায় চাষ ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে সাগরের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত হরিপদ বাগুলির ভ্রাতা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কৃষিবিদ বরেন্দ্র নাথ বাগুলি উচ্চফলনশীল তরমুজ বীজ ''সুগার সুইট'' ও ''সুগার বিবি'' নিয়ে আসেন সাগরে। প্রচুর ফলনের ফলে অন্যান্য এলাকার কৃষকরাও ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ হন তরমুজ চাষে। এর ফলে এই চাষের উপর ভিত্তি করে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

পৌষ–মাঘ মাসে বীজ বুজে মাত্র আড়াই–তিন মাসে অর্থাৎ চৈত্র–বৈশাখ মাসে বিঘা প্রতি ৯০–১০০ কুইন্ট্যাল ফলন এবং কুইন্ট্যাল প্রতি ২৫০–৩০০ টাকা মত দর পেয়ে অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে।

সাগরদ্বীপে তরমুজের স্থায়ী বাজার না থাকায় চাষিরা ট্রলার, ডিঙি, পালতোলা নৌকায় নিয়ে যেতে থাকে কাকদ্বীপ শহরের বিভিন্ন আড়তে। মাল বেচে মোটা লাভ নিয়ে ঘরে ফিরত সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকরা। মাল চলে যেত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে।

কিন্তু ১৮–২০ বছর পূর্বে তরমুজ গাছ যখন ফলে ফলে ভরে উঠেছে। তখনই দেখা দিল ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ফসল ঘরে তোলা হল না, পচে গলে নষ্ট হয়ে গেল। বিগত বছরের লাভ গেল এবং উপরন্তু মহাজনী ও ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে পারল না অনেক কৃষক।

ফলে তৎকালীন সময়ে ঋণের ভারে কেউ কেউ বেছে নিল আত্মহত্যার পথ।

তার পরবর্তী সময়ে অনীহা কাটিয়ে আবার চাষ শুরু হলেও অতি উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল। ক্ষতিগ্রস্ত হল কোনও সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার কারণে।

পরপর ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে অনেক ছোট ও প্রান্তিক চাষিই আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। তারা বেছে নিল বিকল্প পথ— মিঠাপান, লঙ্কা, ধান সহ বিভিন্ন চাষ।

সুন্দরবনের কৃষকদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন প্রশাসন যদি তরমুজের ন্যায্য বাজার ও দর, সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমঘর এবং ফল প্রক্রিয়াকরণ শিক্ষা গড়ে তোলেন। স্থায়ীভাবে তবে সুন্দরবনের তরমুজ চাষ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং আবার এ চাষ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে— সুন্দরবন অঞ্চলের হাজার হাজার কৃষকের কাছে যা এখন একান্ত কাম্য। সুন্দরবন উন্নয়নপর্ষদ, (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) সেচ ও জলপথ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা একান্ত সাক্ষাতকারে সংবাদ প্রতিবেদককে বলেন যে, ফসলের লাভ জনক দাম না পাওয়া, উন্নত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুন্দরবন অঞ্চলের তরমুজ চাষের এলাকা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। তাই সুন্দরবন এলাকার বহু কৃষক তরমুজ চাষের পরিবর্তে বেছে নিয়েছে মিঠা পান, লঙ্কা, ধান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ। ফসল ঘরে তোলা হল না। পচে গলে নষ্ট হয়ে গেল। মহাজনী, ফড়েদের ব্যাপক তাগিদা, ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে পারল না অনেক কৃষক। ফলে তৎকালীন সময়ে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে অনেক তরমুজ চাষি বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। তিনি আরও বলেন যে, পান, লঙ্কা, তরমুজ সহ অর্থকরী ফসলের উন্নতমানের সংরক্ষণের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমাতে একটি মালটিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ অর্থাৎ হিমঘর (Multipurpose Cold Storage) তৈরির পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল বিরল জাতির এই তরমুজ চাষে পুনরায় চাষীদের বিশাল উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝখান দিয়ে চাষাবাদের জন্য অগ্রণী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এগিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানান।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মুসলিম হাই স্কুলে

সায়ন্তী গাঙ্গুলি : হাওড়া মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে। 'ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণীর প্রায় ২৫০ ছাত্র ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক সামসাদ আলম ও প্রেসিডেন্ট মহম্মদ সেলিম।

শিক্ষকরা জানালেন স্কুলের নানা সমস্যার কথা। বিশেষ করে খেলার কোনও মাঠ নেই বিদ্যালয়ে। সরকারকে বারবার জানিয়েও কোন ফল হয় নি। প্রেসিডেন্ট জানালেন পড়ুয়ার তুলনায় জায়গার অভাবের কথা। পরিকাঠামোর অভাবে ইচ্ছা থাকলেও উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। তবে সমস্যা সমাধানে সবাই এগিয়ে এসেছেন।

মানবাধিকার রক্ষা পরিষদে

সুলগ্না দাউ, সুপর্ণা ঘোষ, হাওড়া : অখিল ভারতীয় মানবাধিকার রক্ষা পরিষদ চামরাইল, লিলুয়া মধ্য খালিয়া প্রতিরোধ বাহিনীর মাঠে এক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি তারক বিশ্বাস। শিক্ষক পার্থ দাস এবং খালিয়া প্রাথমিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য।

সম্পাদক অভিজিৎ নস্কর জানালেন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন সাহায্য করা হয়। বন্যার ত্রানে এছাড়াও প্রতিবছর কম্বল বিতরণ, রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যোগ কিওর সেন্টার এর উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি বজবজ কলিপুরে অল বেঙ্গল যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৩২০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সকালে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বি বি আই টির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ।

চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা চ্যাম্পিয়ান হয় যোগ কিওর সেন্টারের প্রসেনজিৎ নাথ। রানার্স আপ হয় হাওড়া তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবের অস্মিতা ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুলু দে, গৌতম দাশগুপ্ত, বজবজ থানার আই সি শান্তনু বসু, সংস্থার সভাপতি রথীন্দ্র মোহন বর্মন, রাজ্য যোগ অ্যাসোসিয়েশনের গৌতম সিনহা। সংগঠনের সম্পাদক গৌতম খাঁড়া জানান ১৬ বছর ধরে এই যোগ চ্যাম্পিয়ানশিপ চলছে।

বাটা কোম্পানিতে

দীপক ঘোষ : ৩০ বছর পর বজবজের বাটা কোম্পানির শ্রমিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া। দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ কিমি রোড রেসের মাধ্যমে স্পোর্টসের শুভ সূচনা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় ও মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ শঙ্কর ব্যানার্জী, আর জয়প্রকাশ, বাটা ক্লাবের প্রদীপ মহাপাত্র ও বাটা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক অমিত রায়। বাটা মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক সুবীর চক্রবর্তী জানালেন, আগে বাটার ১০ হাজার শ্রমিক ছিল এখন সেখানে দু হাজার। তবুও কোম্পানি বন্ধ নেই, কাজ হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা সবাই খুশি। ৩০ বছর পর স্পোর্টস হওয়া সেই খুশি আরও বেড়ে গিয়েছে।

পুলিশের হকি

বৈশালী সাহা ও রিয়া পাঠক : হাওড়া পুলিশ লাইনের মাঠে পুলিশ কমিশনার অজয় মুকুন্দ রানাডের প্রচেষ্টায় চারবছর ধরে অল বেঙ্গল হকি খেলা আয়োজিত হচ্ছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা চলে। এবছরের প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট সিইএসসি কে হারিয়ে বিজয়ী হয়। হাওড়ার মেয়র ডঃ রথীন চক্রবর্তী এবং কলকাতার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার উপস্থিত ছিলেন।

কাপ ও শিল্ড ছাড়াও চ্যাম্পিয়ন দল পায় ১৫০০০ টাকা। রানার্স ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পায় যথাক্রমে ১০ ও ৫ হাজার টাকা। আম্পায়ার প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং প্রত্যেক কোচের জন্যও ছিল পুরস্কার।

হাওড়ার পুলিশ কমিশনার রানাডে হাওড়ায় একটি খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি হাওড়াকে হকি খেলার সর্বোচ্চ স্থানে দেখতে চান। মেয়র রথীন চক্রবর্তী এই উদ্দীপনা বজায় রাখতে হাওড়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ খেলার মাঠের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ও সরকারকে অনুরোধ জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

পুলিশ সাধারণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আইসি তমাল দাস রাজ্যে ২০১১ সালে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তরে চব্বিশ পরগনার বারাসত থানা বিভাজিত হয়। সংবাদের শিরোনামে চলে আসা কামদুনি–কাণ্ডকে কেন্দ্র করে এই বিভাজন। প্রায় ২৮৬ বর্গ কিমি ও প্রায় ১২ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট তৎকালীন বারাসত থানা আয়তন ও জনসংখ্যার নিরিখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়। একারণেই এই থানার বিভাজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আই সি ভিত্তিক বারাসত থানাকে ভেঙে আরও তিনটি আইসি ভিত্তিক নতুন থানা গঠন করা হয়। তার মধ্যে মধ্যমগ্রাম থানা অন্যতম। সম্প্রতি এই থানায় আই সি পদে যোগদান করেছেন তমাল দাস। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোদাখালি থানা থেকে উত্তরে চব্বিশ পরগণা জেলায় এসেছেন। কিছুদিন এই জেলার ডিআইজি আধিকারিক পদে থাকার পর ৭ জানুয়ারি মধ্যমগ্রাম থানার আইসির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এমনইতে পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিস্তর অভিযোগ। তার মধ্যে অন্যতম হল, অভিযোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নানারকম টালবাহানা করা ও সাধারণ নথিভুক্ত অভিযোগগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তমালবাবু তথাকথিত পুলিশের এহেন নীতির ঘোর বিরোধী। নোদাখালি থানার আই সি সহ বেশ কয়েকটি থানায় ওসি গিরি করার সুবাদে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, সাধারণ মানুষের যে কোনও অভিযোগ নথিভুক্ত করা ও জেনারেল ডায়েরিগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করলে সমস্যা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সমাধান হয়। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে পুলিশের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। সেই অভিজ্ঞতার মধ্যমগ্রামেও সুফল পাচ্ছেন তিনি।

এই সঙ্গে যে কোনও ঘটনাস্থলে দ্রুততার সঙ্গে পুলিশের পৌঁছে যাওয়াও একটা বিশাল 'প্লাস পয়েন্ট' বলে মনে করেন তমলাবাবু। সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যতটা সম্ভব তৎপরতা গ্রহণ করছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এ সপ্তাহের মুখ

অপরাধমূলক ক্ষেত্রে নতুন অপরাধী ও পুরনো অপরাধীর পৃথকীকরণ তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনও পুরনো অপরাধী সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন করলে তাকে অন্য অপরাধে ফাঁসানোর পক্ষপাতী নন তিনি। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নৈশরক্ষীবাহিনীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখেন। প্রায় বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তমালবাবু জানালেন, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া প্রতিরাতে লাস্ট ট্রেন ও তার আগের ট্রেন, এই দুটি ট্রেনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারি সহ মধ্যমগ্রাম ও দোলতলার নাকাদুটিতে সতর্ক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দূরবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন পুলিশ ক্যাম্প ও অন্যান্য থানাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রেখে চলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এলাকায় মদ, গাঁজা, জুয়া ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই স্বল্প সময়েই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু জুয়ারিকে গ্রেপ্তার করেছেন। ইতিমধ্যে মোটর সাইকেল সমেত বেশ কিছু লিটার চোলাই আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চোলাই কারবারিকেও। মধ্যমগ্রাম থানা এলাকায় পাটুলি শিবতলা, কোঁড়া পাত্রপাড়া, সারদাপল্লী ক্যামেলিয়া স্কুল, দোলতলা মেঠোপাড়া, মধ্যমগ্রাম স্টেশন চত্বর ইত্যাদি সমাজ বিরোধী প্রবণ এলাকাগুলিতে বিশেষ পুলিশি টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সঙ্গে মামলাগুলো দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে জনসংযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেচেন তমালবাবু। তিনি মনে করেন, পুলিশ সাধারণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জানালেন, পুলিশ সর্বদাই মুভমেন্টের মধ্যে আছে। সাধারণ মানুষেরও সহযোগিতা পাচ্ছেন। এই সহযোগিতা পেতে থাকলে আগামী দিনে একটি ভাল সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও আমরা

সুকুমার মণ্ডল

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু ... এ সবই পুণ্য হউক, ধন্য হউক। রবিঠাকুর কত সাধ করে কত আশা নিয়ে বাংলার মঙ্গল কামনা করেছিলেন। কবিগুরুর আশা কতটা পূরণ হয়েছে সেটা কি কেউ একটু খতিয়ে দেখেছেন কখনও! আমার প্রশ্ন শুনে জনৈক শিক্ষক ম্লান হেসে বললেন, যত গন্ডগোল তো ওই তিনটিতেই, বাংলার জলে আর্সেনিক, বায়ু-তে বিপদসীমা-ছড়ানো দূষণ, মাটির কথা না বলাই ভালো, যত কামড়া-কামড়ি ওই জমি-মাটি নিয়ে! আর ভাষা? বাঙালির মুখে বাংলা ভাষা নিয়ে কত না বন্দনা উচ্ছ্বাস গত শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্তও ছিল। আজ কেবলমাত্র সকালের খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাসের কারণে বাংলা টিকে রয়েছে। এছাড়া বাঙালির আর রয়েছে কি মশাই!

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে – ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানের আপামর বাঙালিরা গর্জে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উর্দু ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার জবরদস্তির বিরুদ্ধে। শাসকের বুলেটের ঘায়ে চার জন ভাষা শহিদদের বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রাঙা হয়ে গিয়েছিল। মায়ের ভাষাকে কতখানি ভালোবাসলে এমন ভাবে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়ানোর কলজের জোর আসে, সেটা ভাবলেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নুয়ে আসে, গর্বে বুক ভরে ওঠে।

আরও প্রায় বিশ বছর পরে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল। একুশে ফেব্রুয়ারির সেই ভাষা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলল আরও পরে, ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯-এ। UNESCO-র এই স্বীকৃতি ব্যাপারটা ঠিক কি রকম! এই দুনিয়ায় যেখানে যত দেশ আছে, তাদের নিজের নিজের মুখের ভাষা আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান ও ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার তাদের থাকবে। কোনও দেশ অন্য দেশের ওপর ভাষার দাদাগিরি চালাতে পারবে না। একদা এই উপমহাদেশের বুকে ঘটে যাওয়া মাতৃভাষা রক্ষার সেই রক্তক্ষয়ী লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাভাষী মানুষ তথা দেশ। বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য সেদিনের সেই লড়াই, আজ গোটা দুনিয়ার শতাধিক ভাষাকে টিকে থাকার অক্সিজেন জুগিয়েছে। একজন বাঙালি হিসেবে সেটাও কি কম শ্লাঘার! স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবাংলার বাইরে ত্রিপুরা, অসম-এর কাছাড় জেলা, মেঘালয়, মিজোরামে প্রভৃতি রাজ্যেও বাংলাভাষী মানুষেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বাংলা ভাষা বিতাড়ন রুখতে ফের প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছিল অসমের বরাক উপত্যকায়। সেদিন স্বাধীন (!) ভারতে পুলিশের গুলিতে শিলচরে ভাষা-শহিদ হয়েছিলেন ৬ জন।

আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ যেটা অর্জন করেছে এবং প্রাণের মাঝে বহমান রেখেছে, আমরা এই রাজ্যের বাঙালিরা কিন্তু সেই লড়াইটা বেবাক ভুলে গিয়েছি।

স্বাধীনতার পরেও বহু বাংলা স্কুল ছিল দিল্লি, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কাটিহার, জসিডি, ধানবাদ, রাঁচি, ঘাটশিলা, কটক, বালেশ্বর ইত্যাদি বহু শহরে। পশ্চিমবাংলার বাইরের সেই সব স্কুলে বাংলা নিয়মিত পড়ানো হত। বহুকাল হল, সেইসব পঠন-পাঠনে ইতি পড়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার বাইরে বাংলা পড়ার সেসব স্কুল আজ আর নেই। প্রবীণ প্রবাসী বাঙালিদের কেউ কেউ যদিবা মৃদু আক্ষেপ করে বলেন, তাঁদের তৃতীয় প্রজন্ম বাংলা পড়তেই জানে না, বলতেও পারে না। তাঁদের খুব দোষ দেওয়াও চলে কিনা ভেবে দেখুন, কারণ বাংলায় বাস করেও আমাদের নবীন প্রজন্মকে (স্বাধীনতা-উত্তর তৃতীয় প্রজন্ম) আমরা বাংলা মাধ্যমের ছোঁয়াচ থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করা থেকে শুরু করে ক্রমাগত তোতাপাখির মতো ইংরেজি বুলি রপ্ত করানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে হিন্দিটাও। ভুল করেও বাংলা সাহিত্য পড়ে ওরা যাতে স্টাডির সময় নষ্ট না করে ফেলে সেদিকে সতর্ক নজর রাখি। পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি ভিন রাজ্যের মানুষেরা বাংলায় থাকার সুবাদে কেমন ঝরঝরে বাংলা বলতে শিখে যেতেন আগে। আজ আমরা কিন্তু বাংলায় বসবাসকারী অ-বাঙালিদের বাংলা শেখানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি না অথচ তেমন প্রচেষ্টা থাকলে বাংলায় কথা বলা লোকের সংখ্যা বাড়তো। সত্যি, বাংলা ভাষার অন্তর্জলীযাত্রায় আমাদের কি মহান ভূমিকা! বাংলা ভাষায় কথা বলে গর্বিত হওয়া দূরে থাক, বাংলার ছোঁয়া থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আমাদের কি অনলস প্রয়াস! ভেবে দেখুন, বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু কে! এবং এরপরও বাংলা ভাষা-শহিদ দিবস পালন করার মতো নির্লজ্জ দ্বিচারিতা আমরাই দেখাতে পারি!

বিদ্যাসাগর মশাই-এর জন্য দুঃখ হয়, বাংলা ভাষাকে কত কষ্ট করে গড়ে পিটে দিয়ে গেলেন, আর মাত্র দেড়শ বছর যেতে না যেতে আমরা সজ্ঞানে ও সযত্নে সন্তানদের সেসব বর্জন করতে শেখাচ্ছি। ভাষার জনক এখন মেলার নামকরণের জন্য বেশ জনপ্রিয়। একান্তে দু-দণ্ড বসে সেই দিনগুলির কথা ভেবে দেখুন – যে দিন বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য বাংলাদেশের ঢাকা, অসমের শিলচরে যারা বুক পেতে শাসকের বুলেটের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তাদের লড়াইটাকে কি আমরা এভাবেই শেষ হতে দেব!

এ সংগ্রাম চলছে নিরন্তর

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।''

যে কোনও বাঙালির কাছে তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান হোক, সবার কাছে এ দিনটির তাৎপর্য ও ঐতিহ্য অপরিসীম। খন্ডিত অবস্থায় যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেলাম, তখন বাংলার একটা বড় অংশ চলে গেল ওপার বাংলায়। তখন সেখানে রাজত্ব করেছিল পাকিস্তানের জঙ্গিবাহিনী। বাংলার তখন নাম পূর্ব পাকিস্তান। শাসক শ্রেণী মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা হবে শুধু উর্দু। আপামর বাঙালি তা মেনে নেবে কেন? পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ক্রমে ক্রমে বারুদে পরিণত হল। তারই ভয়ংকর পরিণতি ঘটল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার্থে যে এগারো জন নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান বরকত। সেই বরকতের নেতৃত্বে ওই দিন বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিকে হাতিয়ার করে যে হাজার হাজার মানুষ ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন, যাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন অদূর রমনা ময়দানে, তাদের উপর নির্বিচারে লাঠি চার্জ, গুলি চালায় জঙ্গি শাসক বাহিনী। ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তবু প্রতিবাদী এই বাঙালিদের শায়েস্তা করতে জঙ্গি শাসকের গুলিতে প্রাণ হারালেন এগারো জন যুবক যুবতী। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তারা। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হল। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন, এই জীবন দান শুধু মাত্র মাতৃভাষা বাঙলাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। গান বাঁধা হল এই নিয়ে আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে বিশ্বের সব বাঙালি উপলব্ধি করতে পারে তাদের মাতৃভাষার গুরুত্বকে। এই প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত হয়েছিল একটি ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'। এবার বাংলাতেও এ ছবি মুক্তি পেয়েছিল। মানুষের বিরাট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছিল এই ছবিটিকে নিয়ে। জাহির রায়হান পরিচালিত এ ছবির মুখ্যশিল্পী তালিকায় ছিলেন রাজ্জাক, সুনন্দা, আনোয়ার হোসেন, শওকত আকবর প্রমুখ। উপরিউক্ত গানটি ছিল ওই ছবির থিম সঙ। আজ ওই দিনটিকে স্মরণে রেখে আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও ভক্তি ওই এগারোজন যুবক যুবতীর স্মৃতির উদ্দেশে।

একদিন নয় প্রতিদিন স্বভাষায় কথা বলুন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃ ভাষা স্মরণের দিন। ওই দিন বিশ্বের মানুষ তার আপন ভাষাকে আরো সমৃদ্ধশালী করার শপথ নেবে। কোনও একটি বিষয়কে জনমুখী করতে রাষ্ট্রসংঘ বছরের একটি দিনকে বিশেষ দিন হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে- মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করতে আত্মদানের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। বিরল ঘটনায় যারা হতাহত হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটি দিন চিহ্নিত করতে কানাডায় চাকুরিরত বাংলাদেশবাসী আবদুস আলাম এবং রফিকুল ইসলাম রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানান- ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর জাতি সংঘের ৩০ তম অধিবেশনে ওই দাবিকে মান্যতা দেওয়া হোক। পরের বছর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বিশ্ব জুড়ে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে।

এই দিনটির একটি প্রেক্ষাপট আছে তা হল ১৯৪৭-এর ১৪ অগস্ট ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তানের পূবদিকের অংশ যা আজ বাংলাদেশ, এই অংশের মানুষ বাংলাভাষী, তারা নিশ্চিত ছিল উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তা হল না, সরকার একমাত্র উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকায় পুলিশ আইন অমান্যকারীদের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের অত্যাচারে একাধিক ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষ হতাহত হন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এই অবকাশে শ্রদ্ধা জানাতে হবে বরাক জেলার ১১ জন ভাষা শহিদ, ত্রিপুরার বিষ্ণুপ্রিয়াভাষী সুদেষ্ণা সিনহা, পুরুলিয়ার রঞ্জিত সরকার, তামিলনাড়ু, আয়ারল্যান্ড সহ পৃথিবীর ভাষা শহিদদের। আজ শপথ নিন প্রতিদিন কথা বলব নিজের মাতৃভাষায়।

একুশেই বাংলাদেশের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস

প্রদীপ গুপ্ত

যেদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ হিসেব মতো অখণ্ড ভারতভূমিকে দ্বি-খণ্ডিত করে শাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের তদানীন্তন নেতারা, দ্বি-জাতি তত্ত্বের মোড়কে অখণ্ড ভারতের মানচিত্রকে তিন টুকরো করে তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-এর, সেদিন তাদের অজান্তেই তারা জন্ম দিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যার জন্ম হয়েছিলো এমন একটি আন্দোলনের ভেতর থেকে যে আন্দোলনে রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদিকে প্রথম প্রাধান্য না দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশবাসী ফুঁসে উঠেছিল উর্দু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। নিজেদের সংগঠিত করেছিলেন তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে প্রথম সরকারি ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের পক্ষে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাত মাস পর ৪৮ সালের ২৪মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 'কয়েদে আজম' যখন ঘোষণা করেছিলেন যে দুই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাকে সংহত করার প্রয়োজনে একটাই ভাষা উর্দু-ই হবে প্রধান সরকারি ভাষা তখন সেই মঞ্চেই অধ্যাপক ডঃ শহিদুল্লাহ (বাংলা বিভাগের প্রধান) এবং অধ্যাপক মুনির চৌধুরী (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঘোষণা করেন যে ভাষার সাথে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই শুধুমাত্র চব্বিশশো কিলোমিটার দূর থেকে শাসন পরিচালনা করার প্রয়োজনে সেই বিদেশি ভাষাকে বাংলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। কয়েদ-এ আজমের চাপিয়ে দেওয়া এই ভাষা নীতির তারা বিরোধিতা করছেন। জন্মসূত্রে যে ভাষা তারা অর্জন করেননি সেই উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপকৌশলের বিরুদ্ধে তারা বাঙালি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শুরু হোল এক দুর্বার উত্তাল আন্দোলন। ধর্মের দোহাই দিয়ে যে রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল সেই ধর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবীতে সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর আপামর ভাষাকে জোর করে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেবার দমননীতি গ্রহণ করলেন পাক-প্রশাসন। বাংলার আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে লাগলেন রবিঠাকুর, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ। বাঙালিরা প্রশ্ন তুললেন তারা কি পাঞ্জাবি না বালুচ অথবা সিন্ধি? তারা উর্দু বলবেন কেন? উত্তর পেলেন তারা মুসলমান। আর উর্দু হচ্ছে মুসলামানী ভাষা। বাংলাদেশিরা উত্তর করলেন তারা প্রথমে বাঙালি তারপর মুসলমান। যে ভাটিয়ালি গানের সুরে তারা নৌকো চালান যে সারি গান গাইতে গাইতে তারা তাদের গায়ের ঘাম শুকোন যে ভাষায় তারা তাদের প্রেম, ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, অভিমান, বিরহের কথা বলেন কি সে ভাষা? যে ভাষায় তারা মাটি জল বাতাস ফুল ফল পাখি ও তাদের হৃদয়ের মানুষ। মনের মানুষের সাথে কথা বলেন সেই ভাষাকে কেড়ে নেবার অধিকার কার আছে? তাদের সাহিত্য, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস গড়ে উঠেছে যে ভাষার হাত ধরে সেই ভাষার ওপর অন্য কোনও ভাষার দখলদারি তারা কিছুতেই মেনে নেবে না।

চার বছর ধরে চলে প্রস্তুতি। ইতিহাসের গর্ভে নতুন ইতিহাস গড়ে তোলার প্রস্তুতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, সমাবেশে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এক বিশাল সমাবেশ। পাক সরকার জারি করলেন ১৪৪ ধারা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সমগ্র ঢাকায়। বাংলা আবার কাদের ভাষা? সমস্ত শিক্ষিত মানুষের ভাষা উর্দু আর ইংরেজি। তার ওপর উর্দু হচ্ছে রাজভাষা। এক রাষ্ট্রে আবার দুটো ভাষা হয় নাকি? শাসকের ভাষাই তো সমস্ত পৃথিবীতে যার যার নিজস্ব রাষ্ট্রভাষা। এছাড়া শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করা অসম্ভব।

সমাজে শোষকের নিজস্ব ভাষাকে না চালাতে পারলে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদের এই চিন্তায় পৃথিবীর সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে ইংরেজি ভাষার বিস্তার ঘটিয়েছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর যদি চব্বিশশো কিলোমিটার দূর থেকে শাসন চালাতে হয় তাহলে উর্দুকেও চাপাতেই হবে।

৫২র ২১শে ফেব্রুয়ারি। হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ জমায়েত হওয়া শুরু করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। প্রত্যেকের গলায় গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' 'বাংলার মাটি বাংলার জল। মাতৃভাষার গৌরবে গরবি, উদ্দীপ্ত তারুণ্য, যৌবন এগিয়ে চললত সমাবেশ স্থলের দিকে। কিন্তু ওদের তো এগুতে দেওয়া চলবে না। ওদের এগুতে পারার মানে উপনিবেশবাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভাষা সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এগিয়ে এলো। বুলেটকে ফুলের মালার মতো গলায় পরে নিলেন রফিক, বরকত, জব্বর, সফিউল রহমান।

শুরু হোল ভাষার হাত ধরে গণজাগরণের ইতিহাস। বাহান্নর পথ চলা শেষ হোল একাত্তরে। এর ভেতর ভাষার শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভও চুরমার হয়েছে কয়েকবার। মুর্খ প্রশাসন এটাও বুঝতে পারেন নি ইট কাঠ পাথরের শহিদ মিনারে নয় শহিদেরা রয়ে গেছেন আপামর বাঙালির অন্তরে। আলোর দীপ জ্বেলে তার পথ দেখিয়ে গেছেন ভাষাকে কেন্দ্র করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের দীর্ঘ রাস্তায়। যে পরিক্রমা শেষ হয় ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর।

কিন্তু একথাও সত্যি বাংলা দেশের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। সেটা ঐ দিন ঢাকা শহরে গেলেই উপলব্ধি করা যায় স্বতস্ফূর্ত উৎসবের চেহারায়।

তিন-মেয়ের মা লোকশিল্পী মালতী সুখেই আছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

'ঠাকুরকে রোজ ডাকতাম, যেন আমার ছেলে না হয়, আমাকে মেয়ে দাও ঠাকুর।' চুপ করেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলা শুরু হয়। 'ঠাকুরের সাড়া পেয়েছি। আমার তিনটা মেয়ে হয়েছে। ওদেরকে নিয়ে বেশ সুখে আছি। বড়টা ক্লাস নাইনে, মেজোটা ফাইভে, ছোটটা শিশু শ্রেণীতে পড়ে।' মালতী রায় এইভাবেই কথাগুলো বলে গেলেন গড়গড় করে। বছর পঁয়ত্রিশের মালতী থাকেন উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার হাটপাড়া গ্রামে। মাটির নানারকম জিনিস তৈরি করেন। যেমন, আশ্চর্য প্রদীপ, ধূপদানি, মশা মারা ধূপদানি, চায়ের কাপ-প্লেট প্রভৃতি হরেক জিনিস। স্বামী-স্ত্রী মিলেই শিল্প তৈরির কাজটা করেন। তবে, সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে বিক্রির কাজটা করেন মালতী। স্বামীও অবশ্য সঙ্গী হন কোনো কোনো সময়। এই মালতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায় গুরুসদয় সংগ্রহশালায় গুরুসদয় উদ্যানে, উত্তরবঙ্গ লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি উৎসব-এ। গত ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই মেলার আয়োজন করেছিল 'শিল্পার্ঘ্য জালঘুরা' নামের একটি সংস্থা। সহযোগিতা করেছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক।

মালতীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওঁর দোকানে বসেই। পাশের দোকানটা নায়লু রায়-এর। নায়লু বৃদ্ধ। গলায় কণ্ঠি। ধুতির ওপর পাঞ্জাবি। মাথার কাঁচা-পাকা চুলটা বেশ খাড়া। বয়স জানতে চেয়েছি। সরাসরি বলেছেন ৬২। আমাকে বুঝে নিতে বলেননি কিংবা মাথা চুলকাননি। অধিকাংশ অল্প লেখাপড়া জানা মানুষকে এইভাবে বলতে শুনি।

– বয়সের হিসেবটা খুব দ্রুত কী করে বললেন? কৌতূহল হল।

– এখন তো মেলায় মেলায় যাই। অনেকেই জানতে চায়। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে। নায়লুর নির্লিপ্ত উত্তর।

– তা এই বয়সে এত ঘোরাঘুরি করতে হয়, ভালো লাগে? এখন কেমন আছেন আপনারা? খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

– ভালো আছি বুঝলেন। আমার দুই ছেলে। ওদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সবাই আলাদা আলাদা থাকে। দুই ছেলে আর বুড়ো-বুড়ি মিলে এখন আমাদের তিনটা শরিক। তবে, কী জানেন, আমার দুই ছেলের চেয়ে, আমার দুই বৌমা খুব ভালো। ওরা আমাদের খুব যত্ন করে। ধরুন, কোনোদিন সকালে উঠে আমার বুড়ি ভাত বসাতে একটু দেরি করল, তবে তো আমাদের খেতে দেরি হবে। না, দুই বৌমা আমাদের ঘরে এসে দেখে নিল, রান্না হয়নি, ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে খাবার নিয়ে চলে এল। আমাদের খাবার হয়ে গেল।

নায়লু মেলার প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে। মালতী চেয়ারের নিচে প্লাস্টিকে বসে তাকিয়ে আছেন নায়লুর মুখের দিকে। নায়লুর বৌমাদের প্রশংসা শুনে তিনি খুশি হন। খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

মালতী শিল্পের কাজে ব্যাস্ত

মালতী চেনেন, নায়লুর বৌমাদের। এঁরা গাঁয়ে উভয়ে প্রতিবেশী। মালতী আবার যেই গাঁয়ের মেয়ে, সেই গাঁয়ের বউ। জানাশোনাটাও বেশি। নায়লুর বৌমাদের প্রশংসা শুনেই অভিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'আমি তো এইজন্যই ঠাকুরের কাছে ছেলে চাইনি। ছেলে হলেই বলবে, আমাদের জন্য কী রেখেছ? জায়গা নেই, জমি নেই, আমাদের জন্ম দিলে কেন? মেয়ে হলে এসব ঝামেলা নেই। পড়াশোনা করাচ্ছি, বড় হলে বিয়ে দিয়ে দেব। ব্যাস, আর কেউ বলতে নেই। বুড়া-বুড়ি নিজেদের আর বলে, আমার জন্য কী রেখেছ? কিছু নেই তো আমার জন্ম দিলে কেন? বাবা তাই বৃদ্ধ বয়সে এখনো দৌড়ায়, কাজ করে। শান্তি নেই মনে। লেখাপড়া করা দাদাটার বাবা-মার জন্য কোনো দয়ামায়া নেই!' রমা কেমন মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিবেশটা ভারি হচ্ছে দেখে প্রসঙ্গ বদলাই।

মালতীর কাছে জানতে চাই,

– সারাদিন কী কী করেন? মালতীর রোজনামচা জানার চেষ্টা করি।

– কাজ করি, আবার কি! আমার প্রশ্ন শুনে মালতীর অবাক লাগে।

– কাজ ছাড়া খাওয়া দাওয়া, টিভি দেখা, ঘোরাঘুরি এসব করেন না? বিনোদন কিছু আছে কিনা বুঝতে চাই।

– না, না, ওসব আমাদের নেই। আমাদের সারাদিন কাজ করতে হয়, নাহলে চলবে নাকি? আমরা গরিব মানুষ তো!

তাও, একটা গোটা দিন মালতী কী করেন, জেনেছি তাঁর মুখে। 'সকাল পাঁচটায় উঠি, বাসনকোসন মাজি, ঝাঁট দিই, বাচ্চাদের ইসকুলে পাঠাই, গরুছাগল মাঠে নিয়ে যাই।' মালতী থেমে যান।

– কিন্তু আপনি তো শিল্পী, শিল্পের কাজ কখন করেন?

আবার শুরু করেন। 'গরু-ছাগল চরিয়ে নিয়ে এসে মাটির কাজ করি। তারপর রান্না করি। খাই। খাওয়ার পর আবার মাটির কাজ শুরু করি।'

– সারাদিনে কী খান?

মালতী উত্তর দেওয়াতে এখন বেশ সড়গড় হয়ে গেছেন। আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছে। সকাল আটটায় তিনি চা-বিস্কুট খান। সকাল দশটায় ভাত। ভাতের সঙ্গে থাকে ডাল (ঠাকরি ডাল বা মাসকলাই)। আর থাকে আলু ভাজা। আবার সন্ধা সাতটায় ভাত। মাঝে বিকালে কোনো কোনো সময় দুটা বিস্কুট অথবা মুড়ি। সপ্তাহে কোনো কোনোদিন মাছ হয়। বিশেষ করে হাটবারে মাছ আসে। মাসে কখনো কখনো মাংসও হয়। তিন মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে মালতীর আনন্দের সংসার। সেই আনন্দ ছুঁয়ে আছে তাঁর চোখে-মুখে। অভাব নিয়ে মালতীর কোনো দু:শ্চিন্তা নেই। তিনি জানেন, 'জীবনটা কেটেই যাবে এইভাবে। দু:খ করে কী লাভ!'

মালতীরা যে মেলায় এসেছেন, সেই মেলায় আরো অনেক শিল্প-স্টল। লোকশিল্পের কারিগররা নিজেরা তাঁদের পসরা নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন। মেলার উদ্যোক্তা ড. মনোজিৎ অধিকারী বলছিলেন, 'আমাদের মেলার উদ্দেশ্য হল, এখানকার মানুষ উত্তরবঙ্গকে জানবেন, ওখানকার শিল্প-সংস্কৃতি জানবেন, কেনা-বেচা হবে সরাসরি। মাঝখানে কেউ থাকবেনা। ক্রেতা-বিক্রেতার সংযোগ তৈরি হবে।' এই সংযোগ-এর জন্য আরো নানা আয়োজন। মেলা-মঞ্চে আলোচনা চলছে 'উত্তরবঙ্গের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি'। বক্তা অধ্যাপক বিকাশ রায়। আলোচনাচক্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলছিলেন, 'উত্তরবঙ্গ নানাভাবে অবহেলিত। কিন্তু সেখানকার সংস্কৃতির যে-প্রাণ, সেই সংস্কৃতিকে আমাদের জানতে হবে।' আমার সাথী অধ্যাপক কুন্দন ঘোষ বলছিলেন, 'উত্তরবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে এখানে চর্চা শুরু হয়েছে, এটা ভালো। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।'

আর মালতীদের সুখে থাকার গল্পটাও জানতে হবে আমাদের। গরিব জীবনে মেয়ে মানেই যে ফেলনা নয়, সেই খবরটাও রাখতে হবে। তিনটি মেয়েকে নিয়ে তাঁর খুশি থাকার কাহিনী, নায়লু রায়-এর দুই বৌমার কাহিনীওতো জানতে হবে আমাদের। কথা বলতে বলতে নায়লু উঠে যান। ঝোলা ব্যাগটা থেকে একটা ছেঁড়া ছোট ডাইরি বার করে আনেন। ওতে ওঁর বৌমাদের ফোন নম্বর লেখা। পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করেন।

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

যৌথ পরিবারের জাদু–জাদুধীরাজ আর ডি

ঝামাপুকুরে শ্যামসুন্দর মন্দিরতলার (ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য মন্দির) কাছেই বিরাট সাবেকি বাড়িতে বাস দাস পরিবারের। এঁরা বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ চন্দননগরের আদিবাসী। ভদ্রেশ্বরে ছিল বিরাট জমিদারি। এখন ঝামাপুকুরেই সাবেকি বাড়িতে বাস যৌথ পরিবারটির। হ্যাঁ, আজকের দিনে বাঙালি সমাজের কাছে অচেনা যৌথ পরিবার। চারভাই, তিন বৌ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে ১০ জনের জমজমাট যৌথ পরিবার। আর এই মনে প্রাণে যৌথ বন্ধনের জন্য অবশ্যই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন সংসারের তিন বধূকে। চার ভাইয়ের একজন হলেন রথীন দাস। পেশায় অতি ব্যস্ত সেল ট্যাকস্ কনসালট্যান্ট। নেশায় জাদুকর। তবে ছোটবেলা থেকে জাদুকলায় 'আগ্রহ ' আজ তাঁর পার্শ্ব পেশা। আবার ছোটখাটো জাদু প্রদর্শনী নয় বিরাট মাপের মঞ্চ জাদু প্রদর্শনী দিয়ে থাকেন জাদুকর রথীন দাস, তথা জাদুকর আর ডি। মঞ্চে তিনি কখনও সুন্দরী সহকারিণীকে শূন্যে ভাসাচ্ছেন। কখনও তাকে বৈদ্যুতিক করাতে দুটুকরো করছেন— সাথে থাকে মঞ্চ জোড়া বৈদ্যুতিন আলোর খেলা, কি বোর্ডে আবহসঙ্গীত। জাদুকর ও তাঁর সহকারী সহকারিনীবৃন্দের পোষাক আশাকও অতীব উজ্জ্বল, সুনির্বাচিত। অন্যদিকে জাদুকরের খেলার সাথে কথাবার্তাও দারুণ। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জাদুকর আর ডি–র মঞ্চ জাদু দেখেন। জাদুকলায় তাঁর প্রাজ্ঞতার কথা বোঝা যায় যখন অপর কোনও বরিষ্ঠ জাদুকর তাঁর সাথে জাদুর 'প্রিন্সিপ্যাল' গুলি নিয়ে আলোচনা করেন, তখনই।

জাদুকর আর ডি–র সহধর্মিনী শ্রীমতী দাস একজন নৃত্যশিল্পী। কোনও কোনও দূরদর্শনের সিরিয়ালেও তাঁকে দেখা গেছে। বস্তুত পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কারণ দাস পরিবারের আদি বাস অতি প্রাচীন সংস্কৃতিসমৃদ্ধ চন্দননগর।

এই দাস পরিবার প্রতি ১লা জানুয়ারি বাড়িতে এক আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। গত ১লা জানুয়ারি এইরকম এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন এই প্রতিবেদক ও আরও কয়েকজন। দোতলায় একটি ছাদকে দারুণ ঘেরাটোপে সাজিয়ে করে তোলা হয় একটি মাঝারি মাপের সভা ঘর। সঙ্গে ছিল রঙীন আলোর খেলা আর বহমান আবহ সঙ্গীত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে দেওয়া হল পূজার প্রসাদ। সভাঘরে সামনে শতরঞ্জিতে বসল খুদেরা, পিছনে চেয়ারে বসলেন বড়রা। অতি উষ্ণ স্বাগতঃ ভাষণে সকলকে আপন করে নিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক জাদুকর আর ডি। এরপর আসরের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভি এম ঘোষ। তারপরে শুরু হয়ে গেলো মন মাতানো জাদু প্রদর্শনী— যুবা জাদু প্রতিভা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর বৈচিত্রময় নানান জাদু, কমেডি ম্যাজিসিয়ান অশোক সরকারের কৌতুকময় জাদু, ভি এম ঘোষের অনবদ্য 'ভুতুড়ে জাদু', অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আল কোরানের মনের ম্যাজিক আর সব শেষে আর ডি–র অনবদ্য ধ্রুপদী, ভারতীয় চারণশিল্পী মাদারি জাদুকরের দুটি খেলা—হিন্দু থ্রেড মিস্ট্রি ও চাল থেকে মুড়ি তৈরির অতি দৃশ্যমান খেলা সন্ধ্যাটিকে করে তুলল অতি 'জাদুময়'! বিশেষ করে অভিনন্দন জাদুকর আর ডি–কে মঞ্চে তিনি যেমন উজ্জ্বল, ঘরোয়া পরিবেশেও জাদু প্রদর্শনীতে তিনি একই মাত্রায় উজ্জ্বল। জাদু প্রদর্শনীর শেষে আসরে সস্ত্রীক উপস্থিত, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র জগতের সুপরিচিত ব্যক্তি দিব্যেন্দু পোড়েল বললেন, এই সারা সন্ধ্যা তিনি ও তাঁর সহধর্মিনী খুবই উপভোগ করলেন। তিনি বারবার এই ধরনের জাদু দেখতে চান, যাতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বাস্তব জগৎ থেকে সরে এসে রূপকথার জগতে নিজের চিন্তাভাবনাকে রঙীন করে তোলা যায়। জাদু প্রদর্শনী হল রূপকথার মঞ্চ রূপ—উক্তি বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের। জাদুময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষেই আবার আরেক 'জাদু'— মুহূর্তে সভাঘর হয়ে গেলো মাঝারি মাপের 'ব্র্যাঙ্কোয়েট রুম'। সভা ঘরে আনা হল বড় বড় ডাইনিং টেবিল। টেবিলে টেবিলে সাজানো হল সুদৃশ্য দামি কাঁচের পাত্র। আমন্ত্রিত অতিথিরা বসলেন বিভিন্ন টেবিলে। শ্রীমতী আর ডি অতি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের হাতে সকলকে পরিবেশন করলেন সুস্বাদু, বিবিধ খাদ্য (তাঁর সাথে রইলেন যৌথ পরিবারের আরও দুই 'জননী'....) আবার অনেক রাত্রে যখন অতিথিদের ঘরে ফেরার পালা, তখন বাইরে অকাল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তখনই দুই বরিষ্ঠ ব্যক্তি বাকরুদ্ধ হলেন শ্রীমতী আর ডি তাঁদের হাতে ছাতা তুলে দিয়ে হাসি মুখে বললেন, ''সাবধানে যাবেন''— এমন যৌথপরিবারের 'ছত্রছায়ায় বড় হচ্ছে পরিবারের যে সব ছেলেমেয়েরা, তারা জীবনে প্রকৃতই 'বড়' হবে না তো কারা হবে?

সার্বিকভাবে ঝামাপুকুরের যৌথ পরিবারকে অভিবাদন ও অভিনন্দন—জাদুকর আর ডি আপনার প্রদর্শিত দুটি ধ্রুপদী জাদুর কথা বহুদিন মনে রাখবেন এই প্রতিবেদক...

পশ্চিম পুটিয়ারীতে সারাদিনব্যাপী সাহিত্য সভা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রবিবার পশ্চিম পুটিয়ারীর তরুণ দল ক্লাব প্রাঙ্গনে এক জমাটি সাহিত্য সভার আয়োজন হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা সমিতির (ঠাকুরপুকুর–বেহালা–হরিদেবপুর থানা এলাকার) পশ্চিম পুটিয়ারী শাখা সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বার্ষিক সাহিত্য সভা এ বছর আঠারো বছরে পড়ল। সকাল ১০ টায় বন্দনা দত্তর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শিক্ষাবিদ্ ডঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। সমৃদ্ধ আলোচনা শোনা গেল এই তিন বিশিষ্ট জনের কাছে। স্বরচিত কবিতা গল্প ইত্যাদি পাঠে অংশ নিয়েছিলেন আরতি ভট্টাচার্য, ভারতী আচার্য, আরতি দে, শেফালী সরকার, অনিমা বিশ্বাস, লাবণি মান্না, স্বাতী মণ্ডল, সর্বানী সিংহরায়, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, শাশ্বতী সরকার, সুনীল গুহ, বিধান সাহা, দেবাশীষ রায়শর্মা, দেবব্রত নাহা, সুখময় দাস, তারাশঙ্কর দত্ত, দেবপ্রিয় দে, জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, চন্দ্রাপীড় নাথ, প্রদীপ গুপ্ত, প্রবীর নন্দী, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ এক ঝাঁক নবীন প্রবীণ সাহিত্যিক।

শাশ্বতী সরকারের কবিতার বই নৈঃশব্দের প্রতি–র উদ্বোধন হল এই সভায়। জাদুকর–সাহিত্যিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন জাদু–সম্রাট প্রতুল চন্দ্র সরকারের জীবন কথা। অনুষ্ঠানের মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের ছোঁয়া এনে দিলেন, মিনু প্রধান, শর্মিষ্ঠা নাহা, রঞ্জিত দাস, শ্যামল বিশ্বাস ও দেবাশিস মল্লিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করলেন তারাশঙ্কর দত্ত, তাপসশুভ্র পাল ও তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। বিকাল সাড়ে চার–টায় এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হল। মোট ৬৫ জন কবি সাহিত্যিক যোগ দিয়েছিলেন এদিনের সাহিত্য সভায়।

বজবজে লেখক শিল্পী সঙ্ঘের 'নিশিত' উদ্বোধন হল

দীপক ঘোষ: এ বছরই রাজ্য সম্মেলনে নবীন সাহিত্যিক হিসাবে সিপিএমের গণসংগঠন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের রাজ্য কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন শুভময় রায়। রাজ্য কমিটিতে তাঁর মতো বহুত্ববাদী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক–এর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে জলঘোলা হয়েছে বিস্তর। কারও কারও মতে প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ীর প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের কারণেই তার এই পদপ্রাপ্তি। আবার কেউ কেউ বলছেন ইংরেজি সাহিত্যের এই জনপ্রিয় বিশিষ্ট শিক্ষক যোগ্যতম প্রার্থী হিসেবেই রাজ্য কমিটিতে পা রেখেছেন। উক্ত কথাগুলি আলোচনা হচ্ছিল ব্রতী সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের বজবজ আঞ্চলিক কমিটির মুখপত্র 'নিশিত' ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক বেণু চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যকার মৈনাক সেনগুপ্ত। এই সংখ্যায় আকর্ষণ ছিল 'কোমাগাটামারু'র বিস্মৃত ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গণহত্যার প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে সীতারাম ইয়েচুরির প্রবন্ধ ও বামপন্থী নাট্য ও চলচ্চিত্রাভিনেতা বলরাজ সাহনীর শতবর্ষ নিয়ে কলম ধরেছেন লেখক শিল্পী সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক পার্থ রাহা। আরও অনেকে লিখেছেন ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মোহন নস্কর, রাধানাথ শিকদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শিবনাথ শাস্ত্রী, মানবেন্দ্র রায় এই দিন ব্রতী সঙ্ঘ পাঠাগারে ভীড় উপচে পড়ায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পত্রিকা সম্পাদক শুভময় রায় জানান, বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও বহুমত প্রকাশের স্বাধীনতা তার একমাত্র লক্ষ্য। বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে পস্থিত ছিলেন ড. আনন্দমোহন ঘোষ, স্বপন সানাতি, হারাধন জানা, ড. অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, সুরজিত দত্ত, ড. গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীর দত্ত, মুরারী মান্না, মানস ঘোষ শুভাশিস ঘোষ, সুভাষ দাস ছাড়া আরও অনেকে।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

সার্ধশততম প্রবাহ মাসিক

আসর ২০১৫ (সম্পাদক শ্যামল কুমার পাত্র) – পত্রিকাটি ১৫০টি মাস অতিক্রম করেছে, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবি রাখে। হাওড়ার জগদীশপুর হাট থেকে প্রকাশিত বড় আয়তনের এই পত্রিকাটিতে কবিতা, অণু গল্পের পাশাপাশি ছোট ছোট নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, লোকশিল্প ও আঞ্চলিক ইতিহাসের নানা কথা ফুটে উঠেছে। শ্যামল পাত্র, অরুণ কুমার লাহা, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, মদন ভড়, পুষ্প সাঁতরা, অমিত কাশ্যপ প্রমুখেরা বলিষ্ঠ কবিতা উপহার দিয়েছেন। ঝাড়ফুঁক মন্ত্রশক্তি নিয়ে লেখা নিবন্ধটি কিভাবে ঠাঁই পেল তা বোধগম্য হল না। শুভঙ্কর দাসের অণু গল্পেও হাওয়া–বাতাস লাগার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও এইসব কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা কাটলো না! (পত্রিকার ঠিকানা – জগদীশপুর হাট, হাওড়া– ৭১১ ১১৪)

অন্যলেখা

(শারদ ২০১৪ – সম্পাদক অশোক দাস) এই সময়ের বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিনে কবিতার প্রাধান্যই চোখে পড়ে, অন্যলেখা–র নির্মাণে গদ্য বেশি স্থান অধিকার করেছে। বঙ্কিম প্রসঙ্গে দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী–র নিবন্ধটি মূল্যবান! সম্পাদকের লেখা প্রাসঙ্গিকী (দূরত্ব বজায় রাখুন) ভালো লাগে, পাঠকদের সচেতন করবে। বিনয় ভড়, পায়েল দাশগুপ্তের কবিতা অন্য কবিতার মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে। ছোট বড় বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে, কিন্তু গল্পগুলির রচনা–ভঙ্গী বড্ড সেকেলে, মেলোড্রামা–নির্ভর। সম্পাদকের বড় গল্পটি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ কিন্তু শেষাংশে এসে মেলোড্রামার কাছে আত্মসমর্পণ কেন! কৌতুকাভিনেতা চিন্ময় রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতকারটির জন্য পাঠকেরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবেন। কবিতা অংশে শশাঙ্কশেখর অধিকারীর তিনটি কবিতা ছাপা হয়েছে, এটা কি বিশেষ কোনও কারণে। প্রসঙ্গতঃ খোদ সম্পাদকের খান তিনেক রচনা (বড় গল্প প্রাসঙ্গিকী সাক্ষাতকার) সন্নিবেশিত হয়েছে। আশাকরি সম্পাদকের বিরুদ্ধে কেউ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউ জানাবেন না। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৫৩ নং মিলনী, লিচুবাগান, ডানকুনি, হুগলি)

নৈঃশব্দের প্রতি

(শাশ্বতী সরকারের প্রথম কবিতার বই। দাম ৭০ টাকা, প্রিয়শিল্প প্রকাশনা, কল–৪৭) দুর্দান্ত মলাটে মোড়া কবিতার বইটি লেখিকার প্রথম গ্রন্থ ভেবে আশ্চর্য হতেই হচ্ছে। কবিতাগুলি বলিষ্ঠতা মনের কোণে কোণে বেশ নাড়া দিয়ে যায়। সমাজের অনিয়ম, অবিচার, নারী–নিগ্রহ, সন্ত্রাসবাদ যেমন উঠে এসেছে তেমনি নৈসর্গিক দিকও উপেক্ষিত থাকে নি। মানুষের বঞ্চনা, গ্লানির কথা পড়তে পড়তে মনে এক ধরনের ক্লেদ জমে। লেখিকার অনেক কবিতায় সেই জন্যই কি বিষণ্ণতার ছায়াপাত ঘটেছে! কিন্তু সে সব ছাপিয়ে ওঠে এক অনবদ্য আর্তি – আমার সবটুকু নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে সেই অমৃতলোকে, আলোর ঠিকানায় (সংলাপ)?

● *গ্রন্থকীট*

৫০ বছরে অঃ প্রাঃ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাওয়ালী : গত ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দক্ষিণ বাওয়ালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবের শুভ সূচনা করে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের বেসিক ট্রেনিং কলেজের ২নং ইউনিটে প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী গায়ত্রী যতি বলেন, ''চার দেওয়ালে আবদ্ধ বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ফাটল থাকা দরকার''—রবীন্দ্রনাথে এই কথার অর্থ হল বাইরের আলো বাতাস যেন শিশুদের দেহে মনে লেগে তাদের সতেজ রাখে। সকালবেলা প্রভাত ফেরি দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসবের সূচনা হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ আলোকিত করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিডিও স্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায় প্রমুখ। মন্ত্রী বলেন, প্রাইমারী স্কুলের অনুষ্ঠানে প্রথমে আসতে নিমরাজি ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি সে না এলে অনেক কিছু মিস করতাম। তিনি উৎসব কমিটি ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তরুণ রায় ভূমিদাতা দেবী প্রসাদ দাস সহ উদ্যোক্তাদের স্মরণ করে বলেন তাঁদের দূরদর্শিতার জন্যই আজ আমরা এই মঞ্চে সমবেত হতে পেরেছি। তিনদিনের অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নাটক, নাচ–গান–আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানে জমজমাট হয়ে ওঠে। অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। শেষ দিন ১৫–২–২০১৫ তারিখে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের সহ সম্পাদক দিব্য স্বরূপানন্দজী মহারাজের পুণ্য পদধূলিতে ধন্য হয় উৎসব প্রাঙ্গন। উৎসব কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে।

সুস্বাস্থ্যের ঠিকানা

সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধনে সুশান্তভাই, অভিনেতা পীযূষ গাঙ্গুলী সহ বিশিষ্ট জনেরা। অপর ছবিতে লাইফলং নার্সিংহোমের ব্যবস্থাপনায় একটি স্বাস্থ্য মেলায় উত্তরায়ণ ক্লাবের সহযোগিতায় বহু মানুষ বিনা ব্যায়ে চিকিৎসার সুযোগ পান।

ওঁ

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়ং/মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

মহাজ্ঞানী মহাজন /যে পথে করে গমন /সেই পথ প্রাতঃস্মরণীয়/সেই পথ লক্ষ্য করে/স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে/আমরাও হব বরণীয়। সে জন্য মহাজনেরা যে পথে গমন করেছেন সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। এখন প্রশ্ন হল, এই মহাজন/মহাজ্ঞানী কে? তার উত্তর ব্যাখ্যা করছেন ড. সুবোধ চৌধুরী।

জড় বিজ্ঞান, অর্থ উপার্জনকারী জ্ঞান, ভোগ বাসনার তৃপ্ত কার করবার যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা তা যতই বাড়বে, সমাজে ততই অরাজকতা, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলতা ততই বাড়বে। এটি অঙ্কের সমানুপাতিক নিয়মের মতো, ভোগ বাসনার ইচ্ছা সমানুপাতিক দুর্ভোগ ও দুঃখ। আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ ব্রবস্থা নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভোগবাসনার উপর নয়। তার উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাজা হরিশচন্দ্রের কথা, শিবি রাজার কথা এমনকি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এক আহত হংসকে বাঁচাবার জন্য নিজের রাজ সিংহাসন দান করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। গত সংখ্যায় আমি বাজশ্রবস ঋষির কথা বলেছিলাম, তিনি দানযজ্ঞে নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করে সত্য রক্ষা করেছিলেন। ভগবান রামচন্দ্র পিতার সত্য রক্ষা করার জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। দাতা কর্ণ নিজের কবচ–কুন্ডল দান করেছিলেন। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সত্য ও ধর্ম রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবনের সব কিছু ত্যাগ করেছেন। কখনও সত্যকে আড়াল বা সত্য বস্তুতে মিথ্যা বলে প্রচার করার চেষ্টা করেননি। সমাজ যদি সত্য ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, মহাজনরা বলেছেন সমাজে ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। সমাজে অন্যায় ব্যাভিচার ভরে যাবে। আজকাল খবরের কাগজ খুললে সেই চিত্র দেখতে পাই। আমাদের দেশের জড় বিজ্ঞানীরা, জড়বাদীরা মানুষকে ভোগের চরম শিখরে নিয়ে যাওয়া সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। কিন্তু জড় ও জাগতিক বিষয় ভোগ মানুষকে শুদ্ধ সুখ শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে না, পারবে না, এতে জীবনের শেষে দুর্ভোগ বাড়ে। জড় ভোগ তৃষ্ণা শেষ ফসল হল বৃদ্ধাশ্রম। অথবা সন্তানের হাতে মৃত্যু, বা বাড়ির ঝি বলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া— আমরা সবাই আমাদের সন্তানকে কি করে বেশি, আরও বেশি অর্থ উপায় করতে হবে সেই শিক্ষায় ঠেলে দিচ্ছি, তার ফল শেষ জীবনে বৃদ্ধাশ্রম। আমরা নিজেরা না কোনও নীতি ও আদশয় শিক্ষা গ্রহণ করছি না সন্তানকে নীতি বা আদর্শ শেখাতে পারছি। কত জন পিতা মাতা জানেন?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমার মা, আমার জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। মায়ের প্রতি অপমান, জন্মভূমির প্রতি অপমান জীবনের চরম দুঃখের কারন। সবাই যদি এই চিন্তা করে তবে কোনও মাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না। কত জন জানি?

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম/পিতা হি পরমং তপঃ

পিতাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন পিতার প্রতি শ্রদ্ধাকে, ভালবাসাকে সুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই শিক্ষা যদি বর্তমানের বাবা মায়েরা নিয়ে পুত্র কন্যাদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তবে হয়ত আগামি প্রজন্মে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না। আমাদের আচরনের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও।

মৃত্যুর রাজা যমরাজ বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যা সমাজে মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন হবে সেই বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে যমরাজা যে প্রশ্ন করেছিলেন। তা হল—

কা চ বার্তা = সংসারের খবর কি?

কিমাশ্চর্য্যং = সংসারের আশ্চর্য কি?

ক পন্থা = সংসারে প্রকৃত পথ কি?

কশ্চ মোদতে = সংসারে সুখী কে?

যুধিষ্ঠির মহারাজ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন–কা চ বার্তা। সংসারে খবর কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর– মোহাচ্ছন্ন হয়ে সংসারে মানুষ কামনা বাসনার রসনা তৃপ্ত করতেই ব্যস্ত। দিবারাত্র অর্থ চিন্তা ও উদর তৃপ্তি করতেই ব্যস্ত এই হল সংসারের খবর। যার ফলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন–কিমাশ্চর্য্যং–সবচেয়ে আশ্চর্য কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর– অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম। শেষা স্থিরতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম।

প্রতি দিন মানুষ যায় যমঘরে– শ্মশান থেকে ফিরে তারা মনে করে আমরা চিরজীবী আমাদের ক্ষয় ও মৃত্যু নাই, এই ভেবে নিত্য জড় ভোগ বাসনার জন্য কলহে লিপ্ত হয়, এর থেকে আশ্চর্য আর কিছু নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন– কঃ পন্থা–প্রকৃত পথ কি?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর–ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়ং / মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

স্বেচ্ছামত নানান মুনি, ঋষি নানান মত প্রকাশ করেন। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব খুবই গোপনীয়। ভগবান ছাড়া কেহ জানতে পারে না মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন– সেই পথে আমাদের চলা উচিত।

চতুর্থ প্রশ্ন–কশ্চ মোদতে–সুখী কে?

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর– দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নর/অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।

নিজ গৃহে থেকে অঋণী হয়ে যিনি মধ্যাহ্নে শাক অন্ন ভোজন করেন তিনি সুখী। এই সকল উত্তর শুনে ধর্মরাজ খুব খুশি হয়েছিলেন সে কাহিনীর মধ্যে আমি যাচ্ছি না।

তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল সংসারে কোন পথে গেলে মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন ধর্মের তত্ত্ব অতি নিগুঢ় ভগবান ব্যতীত কেহ জানে না। নানা মুনির নানা মত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যত মত তত পথ। নানা মুনির নানা মত। এর ফলে সত্য সত্যই মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছে প্রকৃত পথের সন্ধান চাইলেও মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ নানা মুনির নানা মত। কিন্তু দিকভ্রান্ত হবার কোনও কারণ থাকে না। আমাদের বৈদিক শাস্ত্র এবং মহাজনগণ একটা নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়েছেন। সেটা কি?

মহাজ্ঞানী মহাজন /যে পথে করে গমন

সেই পথ প্রাতঃস্মরণীয়/সেই পথ লক্ষ্য করে/স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে/আমরাও হব বরণীয়। সে জন্য মহাজনেরা যে পথে গমন করেছেন সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। এখন প্রশ্ন হল, এই মহাজন/মহাজ্ঞানী কে? বা কারা— বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি

স্বয়ম্ভু, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু,/ প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলিরাজ, শুকদেব ও যমরাজ। এই বার জন দ্বাদশ মহাজ্ঞানী মহাজন নামে সংসারে বিদিত।

এই দ্বাদশ মহাজনেরা সংসারের প্রতি কি বার্তা দিয়েছেন দেখা যাক। স্বয়ম্ভু সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মাজী তিনি চতুর্মুখে সদা সর্বদা ভগবানের গান করে বেড়ান—

গোবিন্দং আদি পুরুষং/ত্বমহং ভজামি গোবিন্দম।

ছন্দ ও তাল মিলিয়ে তিনি গোবিন্দের ভজনা করেন গান করে নিত্য আনন্দে থাকেন।

দেবাদিদেব শিবজীর আর এক মহাজন, তিনি নিত্য ধ্যানে মগ্ন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকেন ও মনে মনে বলেন, ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম মূঢ় মতে।

ভজ গোবিন্দম ইত্যাদি তিনিও গোবিন্দের ভজন গান করে নিত্য আনন্দে থাকেন।

নারদজী আর এক মহাজন তিনি সর্বদা বীণার সুরে সুর মিলিয়ে নারয়ণের গান করেন, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। এই গান করে বিশ্বব্রহ্মান্ডে ঘুরে বেড়ান।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ–তিনি জীবনের ভগবদ্ভক্তি নিদর্শন, হিসাবে নব বিধা ভক্তি প্রচলন করেন এবং সদা ভগবৎ কীর্তনের মাঝে রাজধর্ম পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন

শ্রবণং—কৃষ্ণ কথামৃত শ্রবণ করুন

কীর্তনং—শ্রীকৃষ্ণের গান করুন

স্মরণং—শ্রী কৃষ্ণকে স্মরণ করুন

পাদসেবনম—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করুন

অর্চনং—তার অর্চনা করুন

বন্দনাং—তার বন্দনা করুন

দাস্য—তার ভৃত্য হয়ে সেবা করুন। যেমন হনুমান করেছিলেন।

সখ্য—সখা হয়ে তার কথা শোনা। যেমন অর্জুন করেছিলেন।

আত্মনিবেদনং— নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ কর। এই ভাবে দ্বাদশ মহাজন সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ পূজন, ভজন করার মাধ্যমে সংসারে সুখের প্রদীপ জ্বালতে বলেছেন। শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে কি আবেদন করেছেন সেটা দেখি।

গীতা ৭/২২

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।/ তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম্।।

নিস্কাম কর্মের মাধ্যমে অনন্যচিত্তে যারা আমার চিন্তায় মগ্ন, ভক্তি সহকারে যারা আমার উপাসনা করে তাদের সমস্ত আপ্রাপ্য বস্তু আমি বহন করি ও সংরক্ষণ করি।

এটা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা নয় সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের কথা দিয়েছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি আমার ভক্তের সকল দায়ভার গ্রহণ করি।

১৮/৬৫ গীতায় ভগবান বলছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।/মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিযানে প্রিয়হসি মে।।

তোমার মনকে আমাতে নিবদ্ধ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর। আমাকে নমস্কার কর— এই ভাবে মৎ পরায়ণ হয়ে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হয়ে অনন্ত সুখ লাভ করবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি। ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমরা যদি মহাজনদের পথ অনুসরণ করি আমরা সবাই সুখী হব— এতে কোন সন্দেহ নেই। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বৈদিক মহাজন ছাড়া আমাদের দেশে দুই মহান জ্ঞানী, শঙ্করাচার্য ও পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ ভাবনা ও ভগবৎ ভক্তির উপর জোর দিয়েছেন— শঙ্করাচার্য বলছেন,

গেয়ং গীতা নাম সহস্রং

ধ্যেয়ং শ্রীপতি রুপমশ্রম। গান করলে গীতার গান করুন, ধ্যান করলে ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করুন শূন্যের ধ্যানের কথা বলেন নি। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জগৎবাসীকে আনন্দের শিক্ষা প্রজ্বলিত করতে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাই মহাজন যেন গত স পন্থাঃ।

পাকিস্তান বধের পর

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে আরও এক কদম এগোতে চায় টিম ইন্ডিয়া

কমল নস্কর

গতবারের কলমে উল্লেখ করা হয়েছিল বিশ্বকাপে জয় দিয়ে শুরু করতে চায় ভারত। সেই আবেগকে বাস্তবায়িত করে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানকে হারিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। সৌজন্যে সহ-অধিনায়ক বিরাট

কোহলির অসাধারণ সেঞ্চুরি এবং সুরেশ রায়না এবং অবশ্যই শিখর ধাওয়ানের ঝোড়ো ইনিংস। পাশাপাশি বোলিংয়ে নিজের কামাল দেখানো শুরু করে দিয়েছেন বাংলার মহম্মদ সামি আহমেদ। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন মোহিত শর্মা এবং দুই স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা। তবে প্রথম ম্যাচেই ভারত যে এভাবে নাস্তানাবুদ করে হারাবে পাকিস্তানকে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অতি বড় ভারতীয় সমর্থকও। তার ওপর পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের ভবিষ্যতবাণীতে উঠে আসছিল ফেভারিট হিসেবে পাকিস্তানের নাম। অথচ ধোপেই টিকল না পাকিস্তান দল। যেভাবে কর্তৃত্ব নিয়ে খেলে ধোনির দল পাকিস্তানকে রবিবার তাদের প্রথম ম্যাচে হারালো তা সন্দেহাতীত। বিশ্বকাপে ভারতের ট্র্যাক রেকর্ড বরাবর ভালো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ধারাই অব্যাহত থাকল আরও একবার। পাকিস্তানকে একরকম একতরফা খেলে হারাল মাহির দল। প্রথম ব্যাট করে ৩০০ রান তুলে জয়ের সোপান গড়ে উঠলেও ৩০-৪০ রান কম ওঠায় সবাই সন্দেহ পোষণ করছিলেন ফলাফল নিয়ে। কিন্তু অধিনায়ক মিসবা-উল-হল ছাড়া কেউ সেভাবে রান পেলেন না। মিসবার লড়াই ছিল দেখবার মতো। বাকিরা সেভাবে দাঁড়াতেই পারলেন না। হতাশ করলেন বুম-বুম আফ্রিদি। তিনি যে সূর্যাস্তের দিকে তা বোঝাই যাচ্ছে তার শারীরিক ভঙ্গিমাতে।

পাকিস্তানের বোলিং অ্যাটাক নিয়ে খুব কথা হচ্ছিল। তারাও ছিলেন রীতিমতো ম্রিয়মান। দলের সাত ফুট লম্বা পেসার তো আরও ব্যার্থ। যে পাকিস্তান বোলিংয়ের নেতৃত্ব দিতেন ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রাম এবং ওয়াকার ইউনিস সেই ধার এবং ভার পুরোপুরি উধাও। পাকিস্তানের খারাপ দিকগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি এই লেখায় অবশ্যই তুলে ধরা হবে টিম ইন্ডিয়ার কৃতিত্ব। প্রথম ম্যাচ এই রকম দাপটে জেতার পর এখন ভারতের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। শক্তিধর প্রতিপক্ষ সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের পাক আক্রমণের মতো নির্বিষ নাও দেখাতে পারে। এখানেই চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে। পাক বধের পর যা সামলাতে পুরোপুরি প্রস্তুত ভারতীয় দল। আগামী কাল রবিবার আরও একটি ছুটির দিনে প্রোটিয়াদের মোকাবিলা করবে বিরাটরা। এই ম্যাচে কে ফেভারিট তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ফের একটি ছুটির দিন ভারতবাসীর কাছে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। ছুটির আমেজ তখনই ভরপুর হবে যখন ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাবে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধরা হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে। চোকার্স বদনাম কাটানোর এমন সুযোগ হয়তো আর মিলবে না মিলার, ডিভিলিয়ার্সদের। এখানেই ইন্ডিয়ার বড় পরীক্ষা। ভারত যে জিতবেই তা বলা হয়তো যাচ্ছে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে জিতেছে। অন্যদিকে ভারত তুবড়ে দিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে। এখানেই অনেকটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও ভুললে চলবে বা খেলাটার নাম ক্রিকেট। যা বিশ্বের সবথেকে আনপ্রেডিক্টেবল গেম হিসেবে পরিচিত। তাই এই ম্যাচে ভারত যদি জিততে পারে তাহলে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত লড়াইয়ে যাওয়ার রসদ অর্জন করে নেবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল।

জালে বল জড়িয়ে সুন্দরবন ফুটবল কাপ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন নিমপীঠ প্যাভেলিয়ন সকাল ১১টায় শুরু হোল সুন্দরবন ফুটবল কাপ ২০১৪-১৫। তৃণমূল সরকার এসে প্রথম শুরু করে সুন্দরবন ফুটবল কাপ ২০১২ সালে। গত তিন বছর ধরে চলতে থাকে এই ফুটবল খেলা। সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি, ডেপুটি আইজি (প্রেসিডেন্সি) সুব্রত কুমার মিত্র, বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা, বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপক সরকার। এছাড়া সেদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিডিও বারুইপুরের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল।

শুরু হোল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলন করে পায়রা উড়িয়ে। খেলার মাঠে নেমে পড়লেন গোল করার জন্য মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। ধুতি পরে পায়ে করে বল নিয়ে দৌড়ে সোজা গোলকিপার বিহীন গোলে গোল দিলেন। উদ্বোধনে প্রথমে খেলতে নেমেছিল সারদামণি বালিকা বিদ্যালয় বনাম বিজয়নগর পঞ্চানন সমিতি। প্রথমেই শুরু হোল মহিলাদের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা। এই খেলা চলবে বারো দিন ধরে শেষ হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি, শেষ দিনের খেলা নামখানা ইন্দিরা ময়দানে হবে সেদিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট পুরুষদের ৮১৪টি বাছাই করা দল খেলতে নেমেছে। এরা সবাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসিন্দা। ঠিক এইরকম ভাবে মহিলাদের ৬২টি দল গঠন করা হয়েছে। সেদিন মন্ত্রী বলেন, এই সব বাছাই করা ভালো খেলোয়ারদের কলকাতায় যে সমস্ত নামী দামী ক্লাবগুলো আছে তাদেরকে দিয়ে আরও উন্নত মানের ট্রেনিং দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। এরপর তাদেরকে চাকরি করার সুযোগ দেওয়া হবে। উত্তর চব্বিশ পরগনায় এই রকম ভাবে খেলার আয়োজন করা হবে। কারণ মন্ত্রী বলেন, আমার সুন্দরবন উন্নত হোক এটা আমি চাই। তিনি আরও বলেন সুন্দরবনের হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর সেতু অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আসার একান্ত ইচ্ছা।

শৈলেন্দ্র মুখার্জি স্মৃতিকাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক ছোটদের ফুটবল প্রতিযোগিতা (১০৫ পয়েন্টে) রবিবাসরীয় ফাইনালে দমদম সমন্বয় সমিতি ও সোদপুর ঘোলা অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে খেলাটি

হুগলির বালির মোড়ে দু'দিন ব্যাপী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এই টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিল সানডে ক্লাব। এতে ৮টি দল নিয়ে নিয়ে নক-আউট ভিত্তিতে খেলা হয়। ২-২ গোলে অমীমাংসিত থেকে যায়। এরপর টাইব্রেকারে ঘোলা অ্যাসোসিয়েশন ৩-১ গোলে দমদম সমন্বয় সমিতিকে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে নেয়। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয় তারক হেমব্রম। সর্বোচ্চ গোলদাতা দমদম সমন্বয় সমিতির অভিজিৎ শীল, সেরা গোলকিপার দমদম সমন্বয় সমিতির সুরেশ ওঁরাও। সন্ধ্যায় পুরস্কৃত করেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের কর্ণধার তথা সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিষদীয় শ্রমসচিব তপন দাশগুপ্ত, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পিতা শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নামকরণে অলঙ্কৃত ট্রফি জিতে ঘোলা অ্যাসোসিয়েশন ৫০০০ টাকা লাভ করে। অপর দিকে দমদম সমন্বয় ৩০০০ টাকা সহ ট্রফি অর্জন করে। ওই দিন মাঠে ছোটদের খেলায় প্রচুর দর্শক তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন।

রাজ্য খোখোয় চ্যাম্পিয়ন হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৭তম সিনিয়র রাজ্য নক-আউট খো-খো প্রতিযোগিতা হুগলির বাঁশবেড়িয়া সাহাগঞ্জের আজাদ হিন্দ মাঠে দু'দিন ব্যাপী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল। এতে ছেলেদের ১০টি জেলা এবং মেয়েদের ৮টি জেলা অংশগ্রহণ করে। এই সিনিয়র রাজ্য খো-খো খেলায় আয়োজক থাকে আলোকদূত সব পেয়েছির আসর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান রথীন দাস মোদক। উল্লেখ্য, দিন রাতের খেলায় রবিবার ফাইনালে ছেলেদের বিভাগে হুগলি অনায়াসে ঘরের মাঠে নদিয়াকে কোণঠাসা করে দেয়। গোটা ম্যাচে হুগলির ছেলেদের আধিপত্য ছিল। অপর দিকে হুগলির মেয়েরা দারুণ খেলে নদিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। তৃতীয় পজিশন পায় ছেলেদের মধ্যে শিলিগুড়ি এবং চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দল। মেয়েদের তৃতীয় ও চতুর্থ শিলিগুড়ি এবং কোচবিহার। এই খেলায় বিশাল দায়িত্ব যাঁরা সফল ভাবে পরিচালনা করলেন কালু চ্যাটার্জী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও রতন বিশ্বাসরা। এদের জুড়ি মেলা ভার।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ৫০ তম বর্ষ

রিঙ্কি বাগ

রঘুনাথপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৫০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সূচনা হয় গত ৬ ফেব্রুয়ারি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুমা রাহা। অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিজন মণ্ডল নফর আকাদেমি (উচ্চমাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন মিশ্র।

রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠে দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছিল ১০০ মিটার দৌড়, অঙ্কন দৌড়, ৭৫ মিটার দৌড়, রিলেরেস, হাড়ি ব্যালান্স, যেমন খুশি সাজ সহ ১৫টি ইভেন্ট। প্রাক্তন ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল মোমবাতি জ্বালানো ও চামচ-দৌড়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন তিনশো জনেরও বেশি প্রতিযোগী। শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যও ছিল ৮০ মিটার দৌড় ও মিউজিক্যাল চেয়ার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত চন্দন মিশ্র বলেন, ''বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষে কৃতিত্ব লাভ করুক এই তার আশা।''

এবং প্রাক্তন প্রধান বিজনবাবু বলেন, ''গ্রামবাসী প্রতিবছর অপেক্ষায় থাকে খেলা দেখার এবং তা উপভোগ করার। ছাত্রীরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন করেছেন।'' ওই স্কুলের সহ শিক্ষিকা সুস্মিতা দাস বলেন, আগে এই স্কুলে এত ছাত্রী ছিল না। এখন দু-হাজারের বেশি ছাত্রী। দিন দিন স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ভালো লাগছে। মেয়েরা আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভালো ভাবে অংশগ্রহণ করত না। কিন্তু এখন করছে।'' মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহ যোগানোর দিকে এই স্কুল আলাদা তাৎপর্য লাভ করেছে। ঘর-গৃহস্থালি সামলানোর পাশাপাশি খেলাতেও ছাত্রীরা দক্ষ হচ্ছে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫

সুবিখ্যাত দেশনায়ক। ব্যারিস্টারি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্যে তিনি স্ত্রী নেলী সেনগুপ্ত সহ কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি তাতে যোগ দেন। পাঁচবার তিনি কলিকাতার মেয়র হন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৮-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। রেঙ্গুন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি বিলাত যান ও ফেরবার পথে জাহাজে বন্দী হন। বরোদা জেল এবং পরে দার্জিলিং ও রাঁচিতে তাঁকে রাখা হয়। শীর্ষস্থানীয় এই জনপ্রিয় নেতাকে দেশবাসী 'দেশপ্রিয়' নামে ভূষিত করে।

বিপ্লবী নায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়
জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯

বিশ্ববিপ্লবী ও দার্শনিক। নবমানবতাবাদ দর্শনের পক্ষে। বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। অস্ত্র আমদানি করে গণ-অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মেক্সিকোয় চলে যান। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা মানবেন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের অন্যতম।

দেশনায়ক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
মৃত্যু : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮

জাতীয় নেতা। জন্ম মক্কায়। পরে পিতার সঙ্গে এসে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হন। সারাজীবন প্রায় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীন ভারতের তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪
মৃত্যু : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭

ছাত্রীজীবনেই যোগ দেন ললিতমোহন বর্মণের বিপ্লবী দলে। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ত্রিপুরা জেলা ছাত্রীসংঘ। তিনি এর প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করেন এই সংঘের দুই সমস্যা শান্তি ও সুনীতি। প্রফুল্লনলিনী এই মামলায় গ্রেপ্তার হন। এরপর থেকে দীর্ঘ সময় রাজবন্দী অথবা অন্তরীণ অবস্থায় থাকেন। অন্তরীণ অবস্থাতেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হলে পুলিশ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের অনুমতি না দেওয়ায় তাঁর মৃত্য ঘটে।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

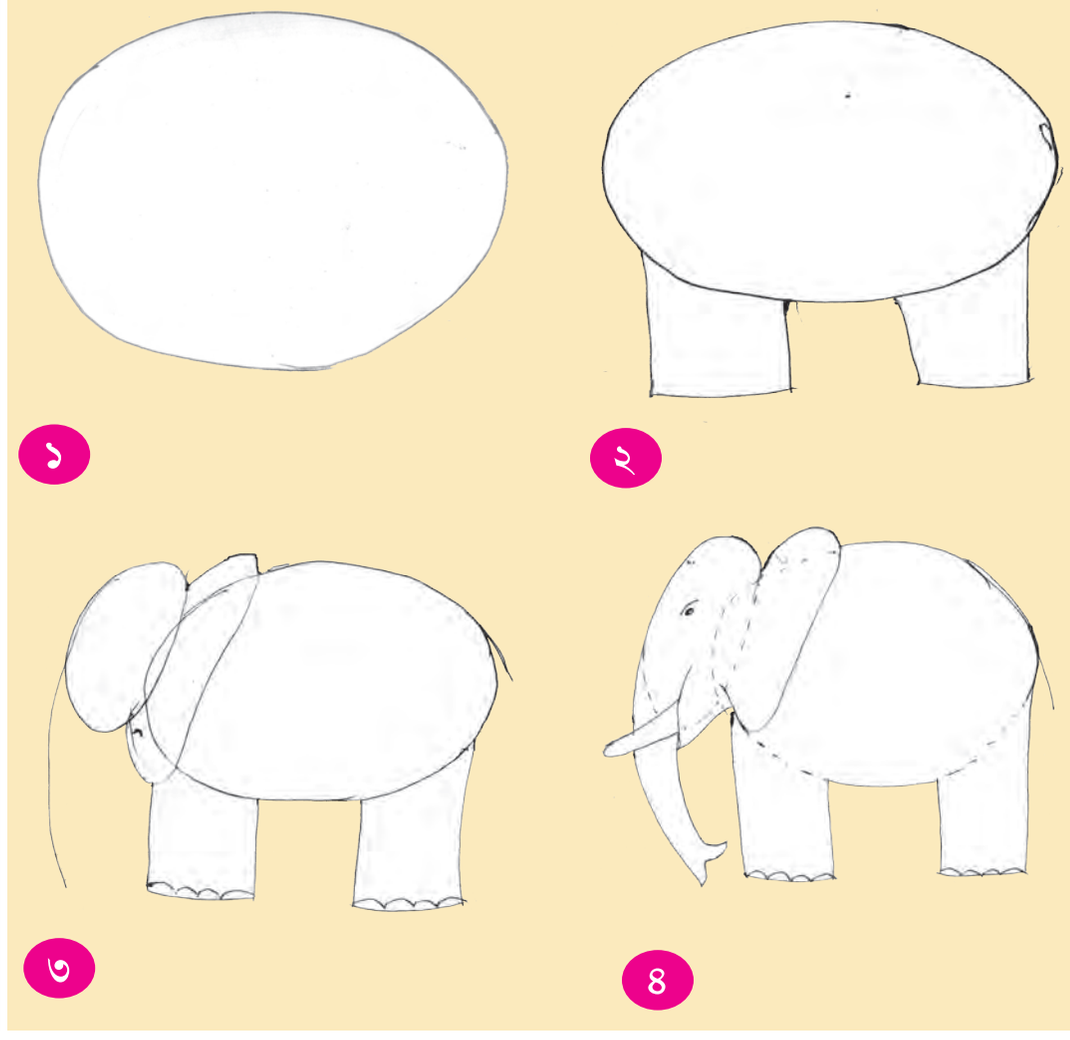

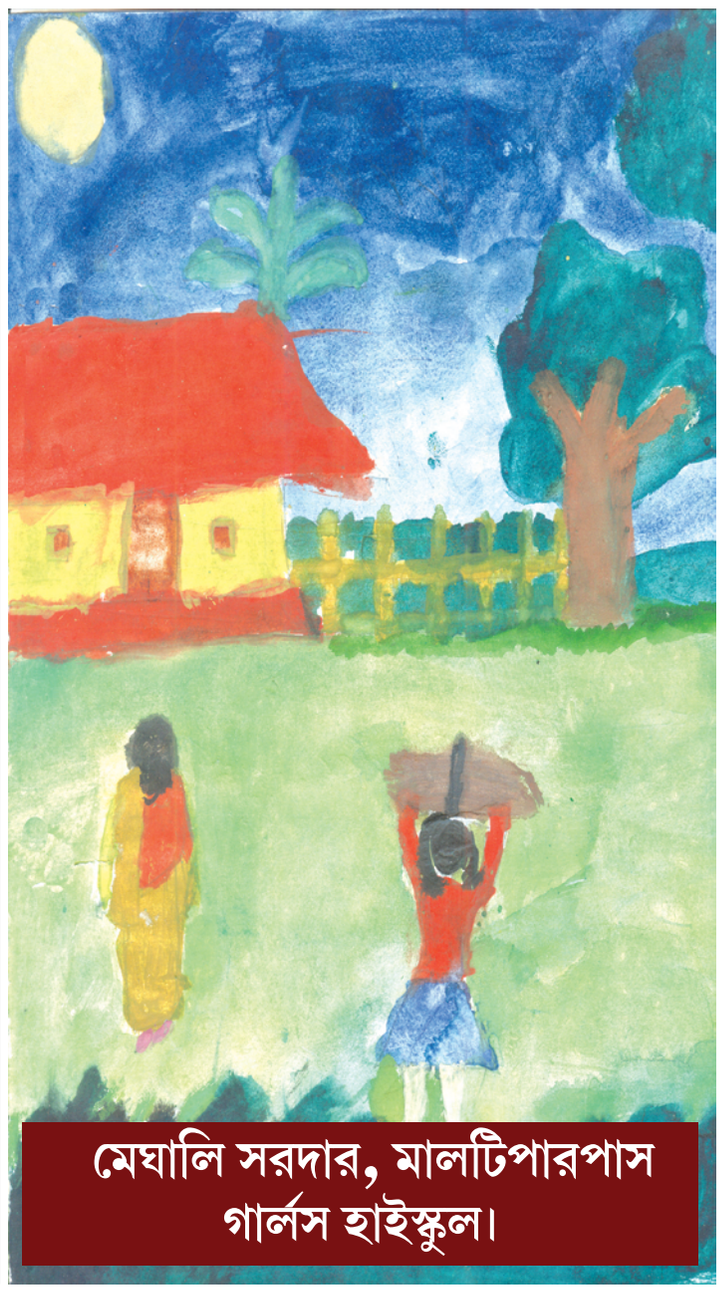

মেঘালি সরদার, মালটিপারপাস গার্লস হাইস্কুল।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম- সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা- বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।